উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ : ঠিকাকার্য
(Determination of Cost-Contract)

৫

'কন্ট্রাক্টরী', বাস্তবে এই পেশাটির নামের সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত, আবার অনেকে এই পেশাটির সাথে জড়িত। এ শব্দটি শোনা বা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে যে চিত্রটি ভেসে উঠে তা হল রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা, দালান-কোঠা, ব্রীজ-কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণ প্রক্রিয়া। এধরনের কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে একটি দেশের অব কাঠামো উন্নয়ন (Infra-structural Development) কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। চুক্তির (Contract) ভিত্তিতে ঠিকাদার (Contractor), ঠিকাদাতার (Contractee) হয়ে এধরনের কাজ সম্পাদন করেন। এই কাজ শেষ করতে ক্ষেত্র বিশেষে দুই থেকে পাঁচ বছর বা এর চাইতে কম বা বেশি সময়ও লাগতে পারে। সাধারণত একটি হিসাবকালের মধ্যে এই কাজ শেষ করা যায় না। তাই সম্পুর্ণ কাজটি শেষ হলে তা থেকে মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করা হবে এটি চিন্তা করা অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব। সুতরাং নির্ধারিত হিসাবকালের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনের হার অনুযায়ী, সম্পাদিত কাজের ব্যয় ও আনুমানিক মুনাফা নির্ণয় করা হয়। এই আনুমানিক মুনাফার একটি যুক্তিযুক্ত অংশ ঠিকাদারের সাধারণ লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। এই ইউনিটটি থেকে আমরা ঠিকাকার্য সংক্রান্ত হিসাব নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করব।

এই পৃষ্ঠা খালি থাকবে

ইউনিট-৫

পাঠ -১ : প্রারম্ভিক আলোচনা
(Introductory Discussion)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ঠিকাকার্য কী তা বলতে পারবেন
- ঠিকাদার, চুক্তি এবং ঠিকাদাতা সম্পর্কে বলতে পারবেন
- ঠিকাকার্য চুক্তি পূর্ববর্তী ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন
- ঠিকাকার্য সম্পাদনকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- পরিমাপ বই কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

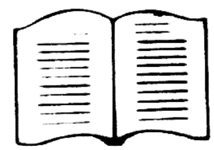

আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 'অব-কাঠামো উন্নয়ন' (Infra-structural Development) বলতে কী বুঝেন? তাহলে আপনি নিশ্চয়ই উত্তর দিবেন, রাস্তা-ঘাট; ব্রীজ-কালভার্ট, বড় বড় দালান কোঠা ইত্যাদি নির্মাণ এর মাধ্যমে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যাবলীকে বলা হয় অবকাঠামো উন্নয়ন। এখানে আমরা এধরনের উন্নয়ন কার্যাবলী সম্পাদনে ব্যয় ও মুনাফা নির্ধারণের হিসাব প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব। এই হিসাব প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ঠিকাকার্য-ব্যয় নির্ধারণ' (Contract Costing) পদ্ধতি।

> এই ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য এক পক্ষ অন্য পক্ষকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ দান করে

ঠিকাকার্য-ব্যয় প্রক্রিয়া আলোচনা করার আগে আসুন আমরা ঠিকাকার্য সম্পর্কে ধারণা নিতে চেষ্টা করি। সাধারণত এই ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্য এক পক্ষ অন্য পক্ষকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ দান করে থাকেন। এই চুক্তির (Contract) দ্বারা যে পক্ষ কাজ প্রদান করে বা চুক্তিপত্র প্রদান করে সেই পক্ষকে বলা হয় ঠিকাদাতা (Contractee) এবং যে পক্ষ কাজটি সম্পাদন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, তাকে বলা হয় ঠিকাদার (Contractor)। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করি। মনে করুন ন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন লিমিটেড ২০ কোটি টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ১০ তলা ভবন নির্মাণ কাজ সম্পাদনে চুক্তিবদ্ধ হলো। এখানে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঠিকাদাতা, ন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন লিমিটেড ঠিকাদার। তাহলে এই অনুচ্ছেদটি থেকে আমাদের কাছে তিনটি ধারণা পরিষ্কার হল।

ঠিকাদাতা (Contractee)	⟷	চুক্তি (Contract)	⟷	ঠিকাদার (Contractor)

ঠিকাকার্য চুক্তি পূর্ববর্তী ধাপসমূহ (Steps Prior to Contract)

ঠিকাকার্য হিসাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে আসুন আমরা জানতে চেষ্টা করি ঠিকাকার্য চুক্তিতে যাওয়ার আগের ধাপগুলো কী? নিচে অত্যন্ত সংক্ষেপে ধাপগুলি উপস্থাপন করা হল।

> ঠিকাকার্য বলতে শুধু নির্মাণ কাজকেই বুঝায় না।

- ***জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ (Land Purchase or Acquisition)-*** ব্যক্তিমালিকানাধীন, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-সরকারী বা সরকারী যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন, নির্মাণ কাজের জন্য প্রথমেই জমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তি মালিকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জমি ক্রয় করতে হয়। সরকারী ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন (ভূমি)-এর মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ঠিকাকার্য বলতে শুধু নির্মাণ কাজকেই বুঝায় না। অন্য যে কোন ধরনের কাজও ঠিকাকার্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একটি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার লাইব্রেরীর জন্য ৫০,০০০ টাকার বই ক্রয় করতে ইচ্ছুক। এ কাজটিও ঠিকাকার্যের মাধ্যমে করা যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে ঠিকাকার্য বলতে আমরা অব-কাঠামো উন্নয়নের জন্য নির্মাণ কাজ পরিচালনাকেই বুঝে থাকি।

- ***নকশা প্রণয়ন (Designing)-*** পরবর্তী পর্যায়ে নকশা প্রণয়ন করা হয়। যেমন, কোন দালান নির্মাণ করা হলে কয়টি রুম হবে, সিঁড়ি, জানালা, দরজা, বাথরুম, লিফট এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ে নকশা প্রণয়ন এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যদি কোন মহাসড়ক নির্মাণ এর কাজ করা হয়, সেক্ষেত্রেও রাস্তাটি কোন কোন জায়গা দিয়ে যাবে, কোথায় ব্রীজ বা কালভার্ট করতে হবে, কোথা থেকে কতদূর পর্যন্ত হবে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি ব্যাপারে নকশা প্রণয়ন করতে হয়।

- ***ভূমি পরীক্ষা (Soil Test)-*** এর পরের কাজটি হল ভূমি পরীক্ষা । বিল্ডিং-এর ভিত্তি (Foundation) কতদূর পর্যন্ত হবে, কততলা বিল্ডিং হবে এসবই মাটির গুণাগুণের উপর নির্ভর করে। এবিষয়ে অভিজ্ঞ প্রকৌশলী একাজ করে থাকেন। এছাড়াও কী ধরনের ইট ব্যবহৃত হবে, রড সিমেন্ট বালুর গুণাগুণ কেমন হবে, অর্থাৎ বিস্তারিত কাঠামোগত (Structural) পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত এই পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়।

যিনি টাকা খরচ করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ।

- ***ব্যয় প্রাক্কলন (Cost Estimate)-*** এরপরে আসে, ব্যয় প্রাক্কলনের পর্যায়। এ পর্যায়ে ঠিকাকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি আইটেম অনুযায়ী সমস্ত ঠিকাকার্যের বিস্তারিত প্রাক্কলিত ব্যয় (Detail Estimated/Budgeted Cost) নির্ধারণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত হয়। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বলতে সাধারণভাবে বলা যায়, যিনি টাকা খরচ করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। ব্যক্তিমালিকানাধীন বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান এই ক্ষমতা রাখেন। সরকারী কাজের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের পদ অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদনের আর্থিক ক্ষমতা অর্পন করা হয়। বাংলাদেশের সরকারী নিয়ম অনুসারে নির্বাহী প্রকৌশলী (Executive Engineer), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (Superentendent Engineer), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (Additional Chief Engineer), প্রধান প্রকৌশলী (Chief Engineer) নিজ নিজ পদাধিকার বলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

এক নজরে ঠিকাকার্য চুক্তি পূর্ববর্তী ধাপসমূহ :

* জমি/ভূমি ক্রয় বা অধিগ্রহণ
* নক্শা প্রণয়ন
* ভূমি পরীক্ষা
* ব্যয় প্রাক্কলন

এতক্ষণ আমরা যে ধাপগুলো আলোচনা করলাম, তা মূলত ঠিকাকার্য চূক্তির উদ্দেশ্যে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (Tender Notice) প্রদানের পূর্ববর্তী পর্যায়। এবার আসুন, আমরা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রদান থেকে শুরু করে ঠিকাকার্য সম্পাদনকালীন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে জেনে নেই।

- ***দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (Tender Notice)-*** কোন ঠিকাকার্য সম্পাদনে ঠিকাদার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, কার্য সম্পাদনের প্রস্তাবিত দরের তালিকাকে দরপত্র (Tender) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন ঠিকাকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যয়ের পৃথক পৃথক দর উল্লেখ করে মোট ব্যয়ের যে তালিকা ঠিকাদার ঠিকাদাতার কাছে জমা দেন, তাকেই দরপত্র বলে। এই দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য ঠিকাদারদের উদ্দেশ্যে ঠিকাদাতা কর্তৃক যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়, তাই হলো দরপত্র বিজ্ঞপ্তি। প্রাক্কলিত ব্যয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বিভিন্নভাবে ইস্যু করা হয়। তা নির্ভর করে প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণের উপর।

নিচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হল :

- ***প্রেস দরপত্র (Press Tender)***- প্রাক্কলিত ব্যয় যদি এক লক্ষ (১,০০,০০০) টাকার উর্দ্ধে হয় এবং যদি পাবলিক খাত বা সরকারী খাত থেকে টাকা খরচ করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রেস দরপত্র ইস্যু করতে হয়। কমপক্ষে তিনটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহবান

করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় ১,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে হলেও প্রেস টেন্ডার ইস্যু করা বাধ্যতামূলক নয়।

- ***স্থানীয় দরপত্র (Local Tender)-*** প্রাক্কলিত ব্যয় যদি পাঁচ হাজার (৫,০০০) টাকা থেকে এক লক্ষ (১,০০,০০০) টাকার মধ্যে হয়, সেক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে তালিকাভুক্ত (enlisted) ফার্মসমূহে ও সরকারী দপ্তরসমূহে নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে টেন্ডার ইস্যু করা হয়। কখনও কখনও ডাক মারফতও নোটিশ প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

- ***স্পট কোটেশন (Spot Quotation)-*** যে সব ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,০০০ টাকা (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত, সেখানে কমপক্ষে তিনটি প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের কাছ থেকে স্পট কোটেশন সংগ্রহ করা হয়। একাজের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটি স্পট কোটেশন নিরীক্ষা করে এদের মধ্যে থেকে সর্বনিম্ন কোটেশন প্রদানকারীকে সাধারণত কার্যাদেশ (Work Order) প্রদান করে থাকে।

দরপত্র জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে হয়।

- ***দর তালিকা (Rate Schedule)-*** বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য আইটেম ভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় হার সম্বলিত তালিকাকে বলে দর তালিকা। বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত বিভাগ (Public Works Department) সরকারীভাবে এই দর তালিকা ইস্যু করে থাকে। এই দর তালিকা নিয়মিত Up date করা হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠান গণপূর্ত বিভাগের দর তালিকা অনুযায়ী কাজ প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

  আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি গণপূর্ত বিভাগের দর তালিকা অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব দর তালিকা থাকে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিমালিকানাধীন, স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম গণপূর্ত বিভাগের দর তালিকা অনুসরণ করে থাকে।

> আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি গণপূর্ত বিভাগের দর তালিকা অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না।

দর তালিকা দুভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে :

- ***রেট কোটিং (Rate Quoting)-*** এক্ষেত্রে ঠিকাদাতা ফার্ম আইটেম ভিত্তিক দর তালিকা তৈরি করে থাকে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান যারা প্রতিযোগিতায় আগ্রহী তারা কেবল মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের উপর শতকরা হারে বেশী বা কম ব্যয় সাপেক্ষে টেন্ডার শিডিউল জমা দেয়।

উদাহরণ :

ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,০০,০০,০০০ টাকা। রেট কোটিং এর ক্ষেত্রে যদি ঠিকাদার ফার্ম মনে করে তাদের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ১ ভাগ বেশী, সেক্ষেত্রে উক্ত ফার্মের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হবে ৩,০০,০০,০০০ + (৩,০০,০০,০০০ x ১%) = ৩,০৩,০০,০০০ টাকা।

- ***নন্ রেট কোটিং বা খোলা দরপত্র (Non Rate Quoting/Open Tender)-*** এক্ষেত্রে ঠিকাদার ফার্ম প্রতিটি আইটেম ভিত্তিক হার প্রদান করে থাকে। টেন্ডার কমিটি তুলনামূলক প্রতিবেদন (Comparative Statement) তৈরি করে মিটিং-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কোন প্রতিষ্ঠান কাজ পাবে। এটি একটি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ জটিল প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে করণিক কাজ (Clerical Work) অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তাই বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানই রেট কোটিং শিডিউল পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

> বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানই রেট কোটিং শিডিউল পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

অনুশীলন

রেট কোটিং এবং খোলা টেন্ডার এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

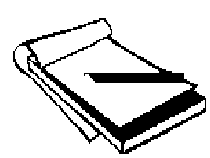

- ***দরপত্র তালিকা (Tender Schedule)-*** দরপত্র তালিকা ঠিকাদাতা প্রতিষ্ঠানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল (Document) এই দলিলে দরপত্র তালিকা ছাড়াও কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত এবং অনুসৃত বিভিন্ন নিয়ম এবং শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন-

কারিগরী শর্ত (Technical Terms), সাধারণ শর্ত (General Terms), অর্থ প্রদান সংক্রান্ত শর্ত (Payment Terms) ইত্যাদি।

নমুনা

- ***জামানত বা বায়নার অর্থ (Earnest Money)-*** ঠিকাদার ফার্মসমূহ (Bidders) তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার সময় নিরাপত্তার জন্য যে অর্থ (Security Money) প্রদান করে, তাকে জামানত বলে। এই অর্থের পরিমাণ সাধারণত তিন (৩) প্রকারে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। যেমন-
- ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ২ ভাগ থেকে ২.৫ ভাগ **জামানত** হিসেবে জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি ফার্মের জন্য জামানতের পরিমাণ সমান হয়।
- বিডিং ব্যয় (Bidding Cost) এর শতকরা ২ ভাগ থেকে ২.৫ ভাগ জামানত হিসেবে জমা দিতে হয়। বিডিং ব্যয় বলতে বুঝায় ঠিকাদার ফার্মসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়, যা ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের চাইতে ভিন্নতর কিংবা একই হতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত বিডিং ব্যয় ভিন্ন হওয়ায় জামানতের পরিমাণও ভিন্ন হয়।
- অনেক ক্ষেত্রে শতকরা হার পদ্ধতি অনুসরণ না করে ঠিকাদাতা ফার্ম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (lump sum) জামানত হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

জামানতের অর্থ সব সময় ফেরতযোগ্য।

জামানতের অর্থ যে ভাবেই নির্ধারিত হোক না কেন, তা সব সময় ফেরতযোগ্য (Refundable)। যে ফার্ম কাজ পায় না তার জামানত ফেরত দিতে ঠিকাদাতা ফার্ম বাধ্য থাকে। তবে যে ফার্ম কাজ পায় তার জামানত নিরাপত্তা অর্থ (Security Money) হিসাবে সংরক্ষিত থাকে। আসুন, দুটি উদাহরণের সাহায্যে জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি তিনটি সম্বন্ধে ধারণা নিতে চেষ্টা করি।

উদাহরণ :

ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ২.৫ ভাগ জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে।

(ক) ঠিকাদাতার নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫,০০,০০০ টাকা হলে জামানতের পরিমাণ কত?

(খ) জামানত হিসেবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৩৭,৫০০ টাকা হলে ঠিকাদাতার নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় কত?

সমাধান :

দেওয়া আছে, ঠিকাদাতার নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২.৫% জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে।

(ক)	ঠিকাদাতার নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়	= ২৫,০০,০০০ টাকা
	∴ জামানতের পরিমাণ	= (২৫,০০,০০০ × ২.৫%) টাকা
		= ৬২,৫০০ টাকা
(খ)	জামানতের পরিমাণ	= ৩৭,৫০০ টাকা
	অর্থাৎ, ঠিকাদাতার নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২.৫%	= ৩৭,৫০০ টাকা
	∴ ঠিকাদাতার নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়	= $\left(\frac{৩৭,৫০০}{২.৫\%}\right)$ টাকা
		= ১৫,০০,০০০ টাকা

উদাহরণ :

কোন একটি ঠিকাকার্যের দরপত্রের সাথে জামানত হিসাবে বিডিং ব্যয় (Bidding Cost)-এর ২% জমা দিতে হবে। নিচের ৫ জন ঠিকাদারের জামানতের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

ঠিকাদার	ঠিকাদার কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়
ক	৭,৬০,০০০ টাকা
খ	৯,১০,০০০ টাকা
গ	৮,৫০,০০০ টাকা

ঘ	৮,৮০,০০০ টাকা
ঙ	৮,১০,০০০ টাকা

সমাধান :

ঠিকাদার	বিডিং ব্যয় (টাকা)	জামানতের হার	জামানত (টাকা)
ক	৭,৬০,০০০	২%	১৫,২০০
খ	৯,১০,০০০	২%	১৮,২০০
গ	৮,৫০,০০০	২%	১৭,০০০
ঘ	৮,৮০,০০০	২%	১৭,৬০০
ঙ	৮,১০,০০০	২%	১৬,২০০

- ***কার্যাদেশ প্রদান (Issue of Work Order)-*** ঠিকাদাতা ফার্মের দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে ফার্ম কাজ পায় তাকে কাজের আদেশ প্রদান করা হয়। এই কার্যাদেশ প্রদান করার পূর্বে ঠিকাদাতা ফার্ম ঠিকাদার ফার্মকে দরপত্র গৃহীত হওয়ার অনুমোদন পত্র (letter of acceptance) প্রদান করে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করার আহবান জানায়। ঠিকাদার ফার্ম নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা মূল্য মানের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পের উপর চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ঠিকাদাতা ফার্ম কার্যাদেশ প্রদান করে থাকে। কার্যাদেশ-এ কাজ শুরু করার অনুমতি ও কাজ শেষ করার সময় উল্লেখ থাকে। ঠিকাদার ফার্ম, ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দরপত্র তালিকায় (Tender Schedule) অন্তর্ভুক্ত শর্ত ও নিয়মের অধীনে কাজ সম্পাদন করে থাকে।

ঠিকাদাতা ফার্মের দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে ফার্ম কাজ পায় তাকে কাজের আদেশ প্রদান করা হয়।

- ***পরিমাপ বই (Measurement Book- MB)-*** পরিমাপ বই ঠিকাকার্য সম্পাদনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যেহেতু ঠিকাকার্য শেষ হওয়া একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই সকল কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, তথা ঠিকাদার ফার্মকে অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই বইটি নিখুঁত ভাবে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। পরবর্তী পৃষ্ঠায় পরিমাপ বইয়ের বিভিন্ন পৃষ্ঠার নমুনা ছক দেখানো হল :

পরিমাপ বই সম্পাদিত কাজের পরিমাণের হিসাবের ভিত্তি। তা দৈনিক শ্রমিকের কাজ বা খুচরা কাজ বা চুক্তিভিত্তিক কাজ অথবা প্রাপ্ত মালের গণনা বা পরিমাণ সংক্রান্ত হতে পারে। এতে বিলের নম্বর ও তারিখসহ এমনভাবে পরিমাপ লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় যাতে সকল লেনদেনের হিসাব সহজেই খুজে পাওয়া যায়। বিল প্রস্তুত করার সময় বিলের গায়ে সংশ্লিষ্ট পরিমাপ বইয়ের নির্দিষ্ট নম্বর ও পৃষ্ঠা লিপিবদ্ধ করতে হয় এবং বইতে বিলের নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়। হিসাবভুক্ত পরিমাণের পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠাসমূহের উপর আড়াআড়ি ভাবে লাল কালির দাগ টেনে কেটে দিতে হয়।

পরিমাপ বই সম্পাদিত কাজের পরিমাণের হিসাবের ভিত্তি।

সব ধরনের পরিমাপ কেবল এই বইতে পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়, অন্য কোন কিছুতে নয়। কাজের অবস্থানের বর্ণনা অবশ্যই স্পষ্টভাবে লিখতে হয়, যাতে সহজে সনাক্ত এবং পরীক্ষা করা যায়।

পরিমাপ বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য কালি ব্যবহার করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে পেন্সিল ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু পেন্সিলের দাগের উপর কালি দেওয়া চলবে না। তবে পরিমাপ গ্রহণকারী কর্মকর্তা ''পরিমাণ বা আয়তন'' অবশ্যই কালি দিয়ে লিখবেন, কোন অবস্থাতেই পরিমাপ বইয়ের কোন পাতা ছিঁড়ে ফেলা যাবে না। কোন লেখা ঘষে বা মুছে অস্পষ্ট করে ফেলা যাবে না। যদি কোন ভুল হয়, তবে তা সংশোধন করার জন্য অশুদ্ধ লেখার উপর দাগ টেনে কাটতে হবে এবং শুদ্ধ বিষয়টি দুই লাইনের মধ্যবর্তী জায়গায় লাল কালি দিয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই প্রকারের প্রতিটি সংশোধন অনুস্বাক্ষরিত হতে হয়।

বড় কাজের জন্য একটি পৃথক পরিমাপ বই আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে বা প্রয়োজনে দুই বা ততোধিক পরিমাপ বই বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথক ভাবে রাখা যেতে পারে।

পরিমাপ বই একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই দলিল যে কোন সময় আদালতে স্বাক্ষ্য হিসাবে দাখিল করার প্রয়োজন হতে পারে। তাই এই বই যত্নসহকারে অবশ্যই কমপক্ষে ২০ বছর* পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

* পরিমাপ বই থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

পরিমাপ বইয়ের দ্বিতীয় কভার পৃষ্ঠার নমুনা

বাংলাদেশ ফরম নং ২৯০০

.... বিভাগ

.... উপ-বিভাগ

পরিমাপ বই

বই নং ....

নং-স-(বঃ বাঃ কোঃ)/ভেটিং/ফ ১৩৬/৮৫-৩৭১৮ তাং ১৯-১১-৮৫ জিপিপিডি —শাখা-২— ৩৪৯/৯১-৯২/(সিঃ)—২২-৩-৯২ —১০,০০০।

পরিমাপ বইয়ের প্রথম কভার পৃষ্ঠার নমুনা

বাংলাদেশ ফরম নং ২৯০০

.... বিভাগ

.... উপ-বিভাগ

পরিমাপ বই

বই নং ....

কর্মকর্তার নাম ....

....

প্রথম পরিমাপ অন্তর্ভুক্তির তারিখ ....

সর্বশেষ পরিমাপ অন্তর্ভুক্তির তারিখ ....

কাজের নাম -

কাজের অবস্থান -

যার দ্বারা কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে -

কাজ বা সরবরাহ শুরু করার লিখিত আদেশের তারিখ -

চুক্তি মোতাবেক কাজ সরবরাহের প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ -

পরিমাপের তারিখ -

(প্রতিটি কাজের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করার প্রারম্ভে
এই ছয়টি শিরোনামের পুনরাবৃত্তি করতে হবে)

বিবরণ	নং	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা	পরিমাণ

(প্রারম্ভ) ১

পরিমাপ বইয়ের ভিতরের পৃষ্ঠার নমুনা

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. অব-কাঠামো উন্নয়ন বলতে কী বুঝেন ?
   ক. রাস্তাঘাট তৈরি
   খ বড় বড় দালান কোঠা নির্মাণ
   গ. লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করার জন্য পুস্তক ক্রয়
   ঘ. সবগুলিই।

২. নিম্নের কোনটি সঠিক নয় ?
   ক. ঠিকাদাতা চুক্তি প্রদান করেন
   খ. চুক্তির দ্বারা ঠিকাদার ফার্ম কাজ পায়
   গ. 'ঠিকাদাতা' এবং 'ঠিকাদারের' মাঝে 'চুক্তির' কোন সম্পর্ক নেই
   ঘ. ঠিকাদার কাজ সম্পাদন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।

৩. ঠিকাকার্য পূববর্তী ধাপসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ধাপ কোনটি ?
   ক. ভূমি পরীক্ষা
   খ. ব্যয় প্রাক্কলন
   গ. নকশা প্রণয়ন
   ঘ. ভূমি অধিগ্রহণ।

৪. একটি বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে মাটির গুণাগুনের উপর নিম্নের কোন বিষয়টি নির্ভর করে না?
   ক. বিল্ডিং এর ভিত্তি কতদূর পর্যন্ত হবে
   খ. কত তলা বিল্ডিং হবে
   গ. কাঠামোগত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত
   ঘ. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কে তৈরি করবে।

৫. কোনটি সঠিক নয় ?
   ক. ঠিকাদার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, কার্য সম্পাদনের প্রস্তাবিত তালিকাই হল দরপত্র
   খ. দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কীভাবে ইস্যু করা হবে তার সঙ্গে প্রাক্কলিত ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নেই
   গ. দরপত্রে সকল ব্যয়ের পৃথক পৃথক দর উল্লেখসহ মোট ব্যয়ের তালিকা থাকে
   ঘ. প্রাক্কলিত ব্যয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করা হয়।

৬. প্রাক্কলিত ব্যয় ১,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে এবং সরকারী খাত থেকে টাকা খরচ হলে;
   ক. 'স্পট কোটেশন' সংগ্রহ করলেই চলে
   খ. স্থানীয় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করলেই চলে
   গ. প্রেস দরপত্র ইস্যু করতে হয়
   ঘ. উপরের যে কোন একটি উপায় অবলম্বন করতে হয়।

৭. যে সকল ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত সেখানে নিম্নের কোনটি প্রযোজ্য নয়?
   ক. কমপক্ষে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে স্পট কোটেশন সংগ্রহ করতে হয়
   খ. এ কাজের জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয় না
   গ. সর্বনিম্ন কোটেশন প্রদানকারী সাধারণত কাজ পেয়ে থাকে
   ঘ. কমিটি স্পট কোটেশন নিরীক্ষা করে।

৮. ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩,০৩,০০,০০০ টাকা। শতকরা ২ ভাগ বেশী রেট কোটিং হলে, ঠিকাদার ফার্মের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় কত হবে ?
   ক. ৬,০৬,০০০ টাকা
   খ. ২,৯৬,৯৪,০০০ টাকা
   গ. ৩,০৯,০৬,০০০ টাকা

ঘ. ৬০,৬০,০০০ টাকা।

৯. নন্ রেট কোটিং এর ক্ষেত্রে
   ক. ঠিকাদার ফার্ম আইটেম ভিত্তিক হার প্রদান করে
   খ. টেন্ডার কমিটি তুলনামূলক প্রতিবেদন তৈরি করে
   গ. প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ ও জটিল
   ঘ. সবগুলিই ঠিক।

১০. দরপত্র তালিকা কোন শর্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ?
   ক. কারিগরী শর্ত
   খ. সাধারণ শর্ত
   গ. অর্থ প্রদান সংক্রান্ত শর্ত
   ঘ. সবগুলিই ঠিক।

১১. নিচের কোনটি সঠিক নয় ?
   ক. ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের শতকরা ২ থেকে ২.৫ ভাগ জামানত হিসেবে জমা দিতে হয়
   খ. বিডিং ব্যয় এবং শতকরা ২ থেকে ২.৫ ভাগ জামানত হিসেবে জমা দেওয়া যায়
   গ. বিডিং ব্যয় ভিন্নতর হলেও জামানতের অর্থ ভিন্নতর হয় না
   ঘ. বিডিং ব্যয় ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত মোট প্রাক্কলি ব্যয়ের চাইতে ভিন্নতর বা একই হতে পারে।

১২. জামানত হিসেবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৩৫,৭০০ টাকা, জামানত শতকরা ২.৫ ভাগ। মোট প্রাক্কলিত ব্যয় কত ?
   ক. ৮৯,২৫০ টাকা
   খ. ১৪,২৮,০০০ টাকা
   গ. ১,২৪,৯৫০ টাকা
   ঘ. কোনটিই নয়।

১৩. ঠিকাদাতা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৫,২৫,০৫,০০০ টাকা। ঠিকাদার ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত বিডিং ব্যয় ৫,৩২,৯২,৫৭৫ টাকা হলে, ঠিকাদার ফার্মটি শতকরা কত ভাগ কম বা বেশী রেট কোটিং করেছে ?
   ক. শতকরা ১ ভাগ বেশী
   খ. শতকরা ২.৫ ভাগ বেশী
   গ. শতকরা ১.৫ ভাগ বেশী
   ঘ. শতকরা ১ ভাগ কম।

- **রচনুমূলক প্রশ্ন**

১. ঠিকাকার্য বলতে কী বুঝায় ?
২. ঠিকাকার্য চুক্তি পূর্ববর্তী ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. ঠিকাকার্য পূর্ববর্তী ধাপসমূহের মধ্যে কোন ধাপটি আপনার কাছে জটিল মনে হয়? কেন?
৪. দরপত্র ও দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কী ?
৫. 'দরপত্র বিজ্ঞপ্তি কীভাবে ইস্যু করা হবে তা নির্ভর করে প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণের উপর'- ব্যাখ্যা করুন।
৬. দরপত্র তালিকায় কোন কোন শর্ত থাকে ?
৭. একটি ঠিকাদাতা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ৮০ ফুট প্রশস্ত ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ 'মহাসড়ক' নির্মাণের জন্য একটি কাল্পনিক দরপত্র তৈরি করুন।

৮. টিকা লিখুন-
   ক. পরিমাপ বই
   খ. বিডিং ব্যয়
   গ. খোলা দরপত্র
   ঘ. ভূমি পরীক্ষা

ঙ. বায়না অর্থ

পাঠ -২ : বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও পদ্ধতি
(Characteristics, Types and Methods)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ঠিকাকার্য ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন
- ঠিকাকার্য ব্যয় এবং জব ব্যয়ের পার্থক্য নিরূপন করতে পারবেন
- ঠিকাকার্যের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন
- ঠিকাকার্য ব্যয় হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন
- ঠিকাকার্য ব্যয় হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ হিসাবভুক্ত করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

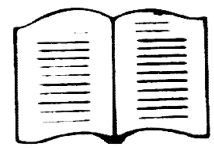

প্রথম পাঠে আমরা ঠিকাকার্য কী, ঠিকাকার্য শুরুর পূর্ববর্তী ধাপসমূহ এবং ঠিকাকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়া, বিজ্ঞপ্তি এবং দলিল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় পাঠে আমাদের মূল প্রচেষ্টা হবে ঠিকাকার্য সংক্রান্ত হিসাব প্রস্তুত করা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট আইটেমগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া। আসুন দ্বিতীয় পাঠ শুরু করি।

ঠিকাকার্যের বৈশিষ্ট্য (Features/Characteristics of Contract)

ঠিকাকার্যের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে এ ধরনের কাজ জব (Job) থেকে ভিন্নতর। এখন আমরা প্রথমে ঠিকাকার্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই তা কীভাবে জব থেকে পৃথক তা দেখব। ঠিকাকার্যের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

চুক্তিই হলো ব্যয়ের একক।

- ***ব্যয় একক (Cost Unit)-*** প্রতিটি ঠিকাকার্যের অধীনে সম্পাদিত ব্যয় উক্ত ঠিকাকার্য হিসাবের অধীনে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। প্রতিটি চুক্তিকে একেকটি পৃথক কাজ মনে করা হয়, অর্থাৎ চুক্তিই হলো এক্ষেত্রে ব্যয়ের একক।
- ***কাজ সম্পাদনের স্থান (Site for Work)-***কাজের ধরনই নির্ধারণ করে কাজটি কোথায় সম্পাদিত হবে। অর্থাৎ, বিল্ডিং বা ব্রীজটি যেখানে নির্মাণ করার কথা চুক্তিতে উল্লেখ থাকে সেখানেই ঠিকাকার্য সম্পাদিত হয়। তাই আমরা বলতে পারি, ঠিকাকার্য সাধারণত কারখানার বাইরে, অর্থাৎ ঠিকাদাতা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে সম্পাদিত হয়।
- ***কাজের সংখ্যা বা পরিমাণ (Numbers of Work)-*** ঠিকাকার্য সম্পাদনের জন্য সাধারণত বেশী অর্থ, সময়, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি, শ্রমিক প্রয়োজন হয়। তাই একজন ঠিকাদার সাধারণত: একসঙ্গে অনেক ঠিকাকার্যে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন না বা হতে চান না।

- ***ব্যয় বন্টন (Cost Allocation)-*** আমরা জেনেছি প্রতিটি ঠিকাকার্য একেকটি পৃথক ব্যয় একক হিসেবে চিহ্নিত। তাই একটি ঠিকাকার্য সম্পাদনের জন্য ব্যয়িত সকল ধরনের ব্যয় বা খরচ 'ঠিকাকার্য হিসাব' (Contract Account)-এ সরাসরি বন্টন করা হয়। অর্থাৎ এগুলোকে প্রত্যক্ষ ব্যয় মনে করা হয়। যেমন, তত্ত্বাবধান খরচ (Supervision), কলকব্জার ভাড়া (Hire-Charges of Equipment) কলকব্জার অবচয় (Depreciation of Equipment), উপঠিকা ব্যয় (Sub-Contract Cost) ইত্যাদি। ব্যয় বন্টনকে অনেকে Cost Charging ও বলে থাকেন। এধরনের ব্যয় সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা বিস্তারিত জানব।

- ***পরোক্ষ বা উপরিব্যয় বন্টন (Allocation of Indirect Cost or Overhead)-*** ঠিকাকার্য সম্পাদনে ব্যয়িত সকল প্রকার প্রত্যক্ষ খরচ ঠিকাকার্য ব্যয় হিসাবে বন্টন (Allocation) করা হয়। তবে কিছু পরোক্ষ ব্যয় বা উপরি ব্যয় যেমন, অফিস খরচ, কেন্দ্রীয় গুদাম সংক্রান্ত ব্যয় এধরনের ব্যয়, বিভিন্ন ভিত্তিতে বিভিন্ন ঠিকাকার্য ব্যয় হিসাব-এ বন্টন করা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো বোধগম্য করা যায়। যদি একটি কনস্ট্রাকশন ফার্ম একটি হিসাব বৎসরে তিনটি কাজ হাতে নেয় এবং উক্ত কাজ শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট হিসাব বৎসরে ৫০,০০০ টাকা অফিস খরচ বাবদ ব্যয় করে, সেক্ষেত্রে এই ৫০,০০০ টাকা কোন একটি যুক্তিসম্মত ভিত্তিতে তিনটি ঠিকাকার্য ব্যয় হিসাবেই আনুপাতিক হারে ভাগ করে দেখাতে হবে।

- ***অসম্পূর্ণ চুক্তি ও মুনাফা নির্ণয় (Incomplete Contract & Profit Calculation)-*** ঠিকাকার্য সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী। তাই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে সম্পূর্ণ চুক্তির মুনাফা নির্ণয় না করে প্রতি হিসাবকালের শেষে অসম্পূর্ণ চুক্তির থেকে অর্জিত মুনাফা নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা (Actual Profit) নির্ণয়ের পরিবর্তে অনুমানের ভিত্তিতে আনুমানিক মুনাফা (Notional Profit) নির্ণয় করা হয়। কীভাবে এই মুনাফা নির্ণয় করা হয় তা আমরা বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানে পরবর্তীতে দেখব।

- ***স্বাতন্ত্র (Individuality)-*** একটি ঠিকাকার্য এর প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে সবসময়ই অন্য ঠিকাকার্যের চেয়ে আলাদা। সেজন্য প্রতিটি ঠিকাকার্যকে একটি আলাদা নম্বর প্রদান করা হয়।

- ***ব্যবহারকারী (User)-*** সাধারণত যে সমস্ত ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান ঠিকাকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় এবং চুক্তিবদ্ধ হয়, সেই ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান এই হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে। এই ধরনের ফার্মের নাম থেকে এদের চিহ্নিত করা যায়। যেমন, ন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন ফার্ম, রূপালী ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, সোনালী বিল্ডার্স ইত্যাদি।

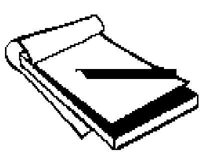

অনুশীলন

যে কোন পাঁচটি ঠিকাকার্যের উদাহরণ দিন এবং সেই কাজগুলি কেন ঠিকাকার্য তা ব্যাখ্যা করুন। (অনুর্ধ্ব- ২০০ শব্দ)

ঠিকাকার্য ব্যয় এবং জব ব্যয়ের পার্থক্য

(Distinction between Contract Cost and Job Cost)

পার্থক্যের বিষয়	ঠিকাকার্য ব্যয়	জব ব্যয়
আকার	ঠিকাকার্যের আকার সাধারণত অনেক বড় হয়। অর্থাৎ, সময়, কাজের পরিমাণ (Volume), অর্থ, শ্রমিক ইত্যাদি জব ব্যয় এর তুলনায় এখানে অনেক বেশী লাগে।	ঠিকাকার্যের তুলনায় জব ব্যয় এর আকার অনেক ছোট। তাই সময়, কাজের পরিমাণ, অর্থ বিনিয়োগ ও শ্রমিক এখানে কম লাগে।
খরচের প্রকৃতি	ঠিকাকার্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত অফিস খরচের মত বন্টনযোগ্য	জব ব্যয় এর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (Direct material) ও প্রত্যক্ষ

পার্থক্যের বিষয়	ঠিকাকার্য ব্যয়	জব ব্যয়
	আইটেম ছাড়া, অন্যান্য সব খরচ প্রত্যক্ষ খরচ হিসেবে 'ঠিকাকার্য ব্যয় হিসাব'-এ সরাসরি চার্জ (Charge করা হয়।	মজুরি (Direct Labour) ছাড়া অন্যান্য খরচ সাধারণত সরাসরি নির্দিষ্ট জব হিসাব-এ চার্জ (Charge করা যায় না।
কাজের স্থান	ঠিকাকার্য সাধারণত ঠিকাদাতা কর্তৃক নির্ধারিত, ঠিকাদারের কারখানার বাইরে চুক্তিতে উল্লিখিত স্থানে সম্পাদিত হয়।	জব ব্যয় সাধারণত কারখানার ভিতরে বা খরিদ্দারের প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত হয়।
মুনাফা নির্ধারণ	কেবল যে বৎসর চূক্তির কাজটি শেষ হবে, সে বছর প্রকৃত মুনাফা দেখানো হবে, এই পদ্ধতি অনুসরণ না করে কাজের মাত্রা অনুসারে অনুমানের ভিত্তিতে আংশিক মুনাফা নির্ণয় করা হয়। ঠিকাকার্য সাধারণত একাধিক বৎসর ধরে চলে বলেই এরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।	জব সাধারণত নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে সম্পাদন করা যায় বলে আনুমানিক মুনাফা নির্ধারণ না করে এক্ষেত্রে প্রকৃত মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

ঠিকাকার্যের প্রকারভেদ (Types of Contracts)

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বা চুক্তির শর্তের ভিন্নতার কারণে ঠিকাকার্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকাকার্য বেশী প্রচলিত :

- ***নির্ধারিত মূল্যের ঠিকাকার্য (Fixed Price Contracts)-*** এক্ষেত্রে ঠিকাদাতা এবং ঠিকাদার একটি পূর্ব নির্ধারিত মোট মূল্যে কাজ সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। তবে ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতির কারণে পণ্যের মূল্য ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে এর সাথে ব্যয় বৃদ্ধি ধারা (Cost Escalation Clause) যুক্ত থাকে। ঠিকাকাজ শেষ হতে সাধারণত কয়েক বছর লাগে। এক্ষেত্রে কাঁচামাল ও মজুরির দাম বৃদ্ধি পেলে ঠিকাদার ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, তাই এই ধারা সংযুক্ত করা হয়। অপর পক্ষে, যদি কোন কারণে কাঁচামাল ও মজুরির মূল্য হ্রাস পায় সেক্ষেত্রে ঠিকাদাতা যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হন। সেজন্য ব্যয় হ্রাস ধারা (Cost De-Escalation Clause) চুক্তির সাথে যোগ করা হয়ে থাকে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যয়-হ্রাস ধারা কাজে লাগে না। কারণ, বাস্তবে সাধারণত ব্যয় হ্রাস পায় না।

এক্ষেত্রে ঠিকাদাতা এবং ঠিকাদার একটি পূর্ব নির্ধারিত মোট মূল্যে কাজ সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

- ***ব্যয় যোগ ঠিকাকার্য (Cost Plus Contracts)-*** এধরনের ঠিকাকার্যের ক্ষেত্রে ঠিকাকার্যের মোট ব্যয় এর উপর একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অংশ যোগ করে চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করা হয়। যেমন, 'ব্যয় যোগ ২০% মুনাফা'-এরূপ চুক্তিভিত্তিক ঠিকাকার্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় ৫,০০,০০০ টাকা হলে, চুক্তি মূল্য হবে, (৫,০০,০০০+৫,০০,০০০ এর ২০%)=৬,০০,০০০ টাকা। একইভাবে প্রকৃত ব্যয় ৮,০০,০০০ টাকা হলে, চুক্তি মূল্য হবে, (৮,০০,০০০+৮,০০,০০০ এর ২০%)=৯,৬০,০০০ টাকা। সাধারণত যে ধরনের ঠিকাকার্যের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ঠিকাকার্যের ব্যয় পূর্বে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না, সেসকল ক্ষেত্রে এধরনের চুক্তি করা হয়। যে সকল পণ্য সচারচর উৎপাদন করা হয় না বা যে সকল কাজ সাধারণত সম্পাদন করা হয় না অর্থাৎ, ব্যতিক্রমধর্মী পণ্য উৎপাদন বা কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই চুক্তি অনুসারে কাজ করা হয়। কোন নতুন ধরনের বিমান বা জাহাজ এর খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি, দেশের কোন জরুরী অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য কোন বিশেষ কাজ এই ধরনের ঠিকাকার্যের উদাহরণ।

এধরনের ঠিকাকার্যের ক্ষেত্রে ঠিকাকার্যের মোট ব্যয় এর উপর একটি নির্দিষ্ট হারে মুনাফার অংশ যোগ করে চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করা হয়।

- ***শ্রম সরবরাহ ঠিকাকার্য (Labour Supply Contracts)-*** অনেক সময় দেখা যায়, ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা সরকারী পর্যায়েও চুক্তিতে কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঠিকাদাতা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করে থাকেন। ঠিকাদার কেবল মজুরি বা শ্রমিক সরবরাহ করেন। এক্ষেত্রে ঠিকাদারের ব্যয় হিসাবে শুধু শ্রমিকের ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, প্রাপ্ত কাঁচামাল ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

ঠিকাকার্য ব্যয় হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আইটেম এবং হিসাবভুক্ত করার পদ্ধতি (Items Related to Contract Accounts and Recording Procedure)

আমরা জেনেছি, ঠিকাদার ও ঠিকাদাতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাকার্য সম্পাদিত হয়। প্রতিটি ঠিকাকার্যকে একটি আলাদা নম্বর দেওয়া হয় এবং প্রতিটি ঠিকাকার্যের জন্য পৃথক ঠিকাকার্য হিসাব (Contract Account) তৈরি করতে হয়।

ঠিকাকার্যের ব্যয় হিসাবভুক্ত করার জন্য নিচের আইটেমসমূহ গুরুত্ব সহকারের বিবেচনা করা প্রয়োজন :

- ***কাঁচামাল বা পণ্য (Materials)-*** এখন আমরা দেখব, মাল বা পণ্য সংক্রান্ত যাবতীয় লেনদেন কীভাবে কোথায় হিসাবভুক্ত করা হয়।

  ঠিকাকার্যে কাঁচামাল সাধারণত চার প্রকারে সরবরাহ করা যেতে পারে :

  * সরাসরি ক্রয়
  * ঠিকাদারের গুদাম থেকে সরবরাহ
  * অন্য কোন ঠিকাকার্য থেকে সরবরাহ
  * ঠিকাদাতা কর্তৃক সরবরাহ

- উপরে যে কোন উৎস থেকেই কাঁচামাল আসুক না কেন, তার মূল্য বাবদ ঠিকাকার্য হিসাবকে ডেবিট করতে হবে।
- গুদামে ফেরতকৃত পণ্যের মূল্য বাবদ ঠিকাকার্য হিসাবকে ক্রেডিট করতে হবে।
- অতিরিক্ত মাল গুদামে ফেরত না দিয়ে বিক্রয় করা হলে, তা থেকে প্রাপ্ত টাকা ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে। এধরনের বিক্রয় থেকে যে লাভ বা লোকসান সৃষ্টি হবে, তা লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হবে। অর্থাৎ, লাভ হলে সেই লাভের অর্থ দ্বারা ঠিকাকার্য হিসাব ডেবিট ও লাভ লোকসান হিসাব ক্রেডিট হবে এবং লোকসান হলে, সেই লোকসানের অর্থ দ্বারা ঠিকাকার্য হিসাব ক্রেডিট ও লাভ-লোকসান হিসাব ডেবিট করা হবে।
- পণ্য চুরি হলে বা আগুনে বিনষ্ট হলে বা অন্য যে কোন ভাবে ক্ষতি হলে তার মূল্য ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট করে লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করতে হবে।
- বৎসর শেষে অব্যবহৃত পণ্যের মূল্য দ্বারা ঠিকাকার্য হিসাব ক্রেডিট করতে হবে।
- কখনও কখনও এক ঠিকাকার্যের স্থান থেকে অন্য ঠিকাকার্যের স্থানে মাল সরবরাহ করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যে ঠিকাকার্যে মাল আসে, উক্ত ঠিকাকার্য হিসাবকে ডেবিট এবং যেখান থেকে আসে, সেই ঠিকাকার্য হিসাবকে ক্রেডিট করতে হয়।

মালের মূল্য হিসাবভুক্তকরণ সংক্রান্ত উপরের আলোচনা থেকে আপনার মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, ঠিকাকার্য হিসাব কেন ক্রেডিট করা হয়। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন যে, মালের মোট মূল্য দ্বারা আগেই আমরা ঠিকাকার্য হিসাবকে ডেবিট করেছি। এখন এই মোট মূল্যের মধ্যে যতটুকু ব্যবহৃত হয়নি, বা যতটুকু নষ্ট হয়ে গেছে বা অন্য ঠিকাকার্যে চলে গেছে, তার মূল্য দ্বারা যদি সংশ্লিষ্ট ঠিকাকার্য হিসাব ক্রেডিট করা না হয়, তবে ঠিকাকার্যের প্রকৃত ব্যয় নির্ণয় করা যাবে না। তাই এসব আইটেমসমূহ ক্রেডিট করা হয়।

নিচের ছকের সাহায্যে আমরা আবার দেখে নেই, পণ্য বা কাঁচামাল সংক্রান্ত কোন কোন হিসাব ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট এবং ক্রেডিট হচ্ছে :

ঠিকাকার্য হিসাব

ডেবিট	ক্রেডিট
সরাসরি পণ্য ক্রয়	গুদামে পণ্য ফেরত
গুদাম থেকে পণ্য সরবরাহ	অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয় লব্ধ অর্থ
ঠিকাদাতা কর্তৃক পণ্য সরবরাহ	পণ্য বিক্রয়ে লোকসান
অন্য কোন ঠিকাকার্য থেকে পণ্য সরবরাহ	পণ্য চুরি
পণ্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত লাভ	পণ্য আগুনে বিনষ্ট
	অব্যবহৃত পণ্যের মূল্য
	অন্য কোন ঠিকাকার্যে পণ্য সরবরাহ

শ্রম বা মজুরি (Labour or Wages)

ঠিকাকার্যে শ্রমিকগণ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকেন। যেমন, কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ মেশিন চালানোর কাজ করেন। কেউ আবার একেবারেই সাধারণ শ্রমিক, যাদেরকে সাধারণভাবে ''যোগালে'' বলা হয়। ঠিকাকার্যে শ্রমের প্রকৃতি যাই হোক না কেন, তাকে প্রত্যক্ষ শ্রম হিসেবে গণ্য করা হয় এবং সরাসরি ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়। ঠিকাকার্যের শ্রম ব্যয় নির্ণয়ের সঠিকতা ও সুবিধার জন্য আলাদা মজুরি তালিকা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

এমন অনেক শ্রমিক আছেন, যাঁদের শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্যকে একটি ঠিকাকার্য হিসাবে চার্জ করা যায় না।

আবার, এমন অনেক শ্রমিক আছেন, যাঁদের শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্যকে একটি ঠিকাকার্য হিসাবে চার্জ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন, 'রহমান বিল্ডার্স লিমিটেড' একই সাথে তিনটি ঠিকাকার্য সম্পাদন করছে এবং জনাব হাসানকে তদারককারী (Supervisor) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। জনাব হাসানকে প্রদত্ত বেতন এক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট না করে, পরোক্ষ মজুরি হিসাবে গণ্য করা হয় এবং যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে বন্টন করে প্রতিটি ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়। মজুরি বকেয়া বা অপরিশোধিত থাকলে তার পরিমাণ ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করতে হবে।

প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Expenses)

পণ্য বা মালের খরচ এবং মজুরি ব্যতীত অন্যান্য সকল খরচ যা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ঠিকাকার্য হিসাবে চার্জ করা যায় তাকে প্রত্যক্ষ খরচ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়। এধরনের খরচের উদাহরণ হতে পারে স্থপতির ফি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ খরচ, টেলিফোন বিল, পরামর্শদাতার ফি, বীমা প্রিমিয়াম, সিকিউরিটি ফি, যন্ত্রপাতি বা খুচরা যন্ত্রাংশ ভাড়া নেওয়ার খরচ, উপ-ঠিকাদারের বিল, নকশা ব্যয় ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ খরচ বকেয়া থাকলে তাও ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করতে হয়।

পরোক্ষ খরচ (Indirect Expenses/Overhead)

আপনি একটু আগেই মজুরির ক্ষেত্রে জেনেছেন ঠিকাকার্যে কীভাবে পরোক্ষ খরচ উদ্ভব হয় অর্থাৎ, একই ব্যক্তি যখন বিভিন্ন ঠিকাকার্যে নিযুক্ত থাকেন, তখন তাকে প্রদত্ত বেতন বাবদ ব্যয় একটি যুক্তিসঙ্গত অনুপাতে বিভিন্ন ঠিকাকার্য হিসাবে বন্টন করা হয়। এগুলোই পরোক্ষ খরচ। বছর শেষে অপ্রদত্ত পরোক্ষ খরচও ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়।

যন্ত্রপাতি (Plant)

হিসাববিজ্ঞান নীতি কোর্সটি থেকে আপনি জেনেছেন, একটি প্রতিষ্ঠানের লাভ-লোকসান হিসাব তৈরি করার সময় আমরা সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের জন্য যন্ত্রপাতির অবচয় লাভ-লোকসান হিসাবে ডেবিট করে থাকি। অবচয় নির্ধারণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এখানে ও এসব পদ্ধতির দ্বারা অবচয় নির্ধারণ করা হয়। ঠিকাকার্য হিসাবটিও একটি রাজস্ব হিসাব (Revenue Account)-এর মত। কিন্তু ঠিকাকার্যের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির অবচয় সরাসরি ডেবিট করা হয় না। যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয় এবং হিসাবকাল শেষে অব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মূল্যায়ন

(Valuation) করা হয়। এবং এই মূল্যটি ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। তাই এক্ষেত্রে যদি এমন হয় ক্রয় মূল্যের চাইতে হিসাবকাল শেষে মূল্যায়নকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য কম বা বেশী তাহলে কম বা বেশী মূল্যকেই ক্রেডিট করতে হবে। যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ খরচ ঠিকাকার্যের মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই সঠিকভাবে ঠিকাকার্য ব্যয় নিরূপন করার জন্য অবশ্যই যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত ব্যয়, যা ঠিকাকার্যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা নির্ধারণ করতে হবে। তা না করা হলে ঠিকাকার্য ব্যয় তথা ঠিকাকার্য মুনাফা নির্ধারণ সঠিক হবে না। কোন নির্দিষ্ট ঠিকাকার্যে যন্ত্রপাতি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, কখনও একটি যন্ত্র কেবল একটি ঠিকাকার্যে ব্যবহৃত হতে পারে, কখনও একই যন্ত্রপাতি ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন ঠিকাকার্যে ব্যবহৃত হতে পারে। কখনও বা ঠিকাদার যন্ত্রপাতি ভাড়া করে এনে ঠিকাকার্যে ব্যবহার করতে পারেন।

> যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ খরচ ঠিকাকার্যের মোট ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

উপর্যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহার খরচ বা অবচয় কীভাবে হিসাবভুক্ত করা হয়, এখন আমরা তা আলোচনা করব। আসুন দেখা যাক-

- ***বিশেষ যন্ত্রপাতি (Special Plant)-*** বিশেষ যন্ত্রপাতি বলতে আমরা এখানে বুঝবো, যে যন্ত্রপাতি শুধু নির্দিষ্ট ঠিকাকার্যে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য দ্বারা ঠিকাকার্য হিসাব (Contract Account) কে ডেবিট করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট হিসাবটি হবে যন্ত্রপাতি হিসাব। হিসাবকাল শেষে যন্ত্রপাতির অবচিত মূল্য বা অবলিখিত মূল্য (Depreciated Value/Written Down Value) ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট করা হয় এবং যন্ত্রপাতি হিসাবকে ডেবিট করা হয়।

> অবচিত মূল্য বা অবলিখিত মূল্য = ক্রয় মূল্য — অবচয়

যন্ত্রপাতির ক্রয় মূল্য ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করে অবচিত মূল্য ক্রেডিট করার অর্থ, পক্ষান্তরে অবচয় দ্বারা ঠিকাকার্য হিসাব ডেবিট করা। লক্ষ্য করুন, একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে কোন একটি সম্পত্তির ব্যবহারজনিত খরচ বা অবচয় দ্বারাই মূলত ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ডেবিট করতে হয়, যা এখানে স্পষ্ট।

- ***সাধারণ যন্ত্রপাতি (General Plant)-*** সাধারণ যন্ত্রপাতি বলতে এখানে সেই ধরনের যন্ত্রপাতিকে বুঝানো হয়েছে, যা ঠিকাদার কর্তৃক গ্রহণকৃত বিভিন্ন ঠিকাকার্যে ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ সিমেন্ট মিক্সচার মেশিনের কথা বলা যায়। একই ঠিকাদার যদি দুটি ঠিকাকার্য, যেমন, ব্রীজ নির্মাণ এবং বিল্ডিং নির্মাণ এর কাজ পান, সেক্ষেত্রে একই যন্ত্র দুটি ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে ঠিকাকার্যের স্থান ও সময়ের উপরেও নির্ভর করে একই মেশিন ব্যবহার করা যাবে কিনা। এধরনের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে মোট অবচয়কে ন্যায়সঙ্গত অনুপাতে ভাগ বা বন্টন করে সংশ্লিষ্ট ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়।

- ***ভাড়াকৃত যন্ত্রপাতি (Hired Plant)-*** অনেক সময় ঠিকাদারের বা তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব যন্ত্রপাতি থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ভাড়া করে আনার দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ- মনে করুন, একজন ঠিকাদার একটি পুরাতন বিল্ডিং ভেঙ্গে নতুন বিল্ডিং তৈরির চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এক্ষেত্রে প্রথমে পুরাতন বিল্ডিং ভেঙ্গে অপসারনের জন্য তার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বুলডোজার ও ক্রেন না থাকলে, তিনি ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বুলডোজার ও ক্রেন উক্ত ঠিকাকার্যে ব্যবহার করতে পারেন। জরুরী ভিত্তিতে দ্রত কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রেও যন্ত্রপাতি ভাড়া করার প্রয়োজন হতে পারে। যন্ত্রপাতি ভাড়া করে আনলে ভাড়া বাবদ প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়।

> জরুরী ভিত্তিতে দ্রত কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রেও যন্ত্রপাতি ভাড়া করার প্রয়োজন হতে পারে।

- ***উপ-ঠিকাকার্য (Sub Contract)-*** বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি। মনে করুন, জনাব হাসান পাবর্ত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত পাহাড়ী এলকায় ২০ ফুট প্রশস্ত ৪০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরির কাজ এবং সেই সাথে রাস্তার পাশের প্রয়োজনীয় সাইনবোর্ড স্ট্যান্ড ও মাইলফলক তৈরির কাজ পেলেন। তিনি সাইনবোর্ড স্ট্যান্ড ও মাইল ফলক তৈরির কাজটি জনাব রহমানকে দিলেন। এক্ষেত্রে সাইনবোর্ড স্ট্যান্ড ও মাইল ফলক তৈরি করতে জনাব রহমানের যে ব্যয় হবে, তা উপ-ঠিকাকার্য ব্যয় রূপে জনাব হাসানের ঠিকাকার্য হিসাবে দেখাতে হবে।

- ***অতিরিক্ত কাজ (Extra Work)-*** অনেক সময় দেখা যায়, মূল কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঠিকাদাতার চাহিদা অনুযায়ী মূল চুক্তির অতিরিক্ত কিছু কাজ ঠিকাদারকে করে দিতে হয়। এ ধরনের ব্যয় ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করতে হয়। বিষয়টি একটি উদাহরণ এর সাহায্যে পরিস্কার করা যাক্। জনাব হাসান একটি পাঁচতলা ভবন নির্মানে চুক্তিবদ্ধ হলেন, ঠিকাদাতা জনাব খান এর চাহিদা মোতাবেক বাথরুম শুধু মোজাইক করার কথা ছিল কিন্তু জনাব খান পরে জানালেন নিচের অংশ মোজাইক হবে এবং উপরের অংশে টাইলস্ বসাতে হবে যা চুক্তিতে বা নকশায় ছিল না। সুতরাং এই টাইলস বসানোর খরচটি হবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের ব্যয়।

- ***বিবিধ খরচ (Miscellaneous Expenses)-*** এ পর্যন্ত যে সব ব্যয় সংক্রান্ত দফা নিয়ে আলোচনা করা হলো, এর বাইরেও আরো কিছু খরচ একটি ঠিকাকার্যে সংঘটিত হতে পারে। যেমন, ঠিকাদারকে ঠিকাকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কারণে যদি জরিমানা দিতে হয়, তবে এধরনের খরচকে বিবিধ খরচের আওতায় ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করতে হয়।

- ***ত্রুটিপূর্ণ কাজ (Defective Work)-*** একটি উদাহরণের সাহায্যে এ বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করি। মনে করুন, জনাব হক একটি বাড়ী নির্মাণের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। বাড়ীটির ভেন্টিলেটর তৈরির সময় বেশ কিছু ভেন্টিলেটর ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় ব্যবহার উপযোগী হল না, কিন্তু এর জন্য জনাব হককে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। তাই এই খরচও ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করতে হবে।

এই পাঠে আমরা মূলতঃ ঠিকাকার্য হিসাবের বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ ও ঠিকাকার্য হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট আইটেম ও তা হিসাবভুক্ত করার পদ্ধতি জেনেছি। পরবর্তী পাঠে ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ধারণ প্রক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করব।

- **পাঠোত্তর মূল্যায়ন**
- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. কোনটি ঠিকাকার্যের বৈশিষ্ট্য ?
   - ক. কাজের সংখ্যা বা পরিমাণ
   - খ. ব্যয় একক
   - গ. পরোক্ষ বা উপরিব্যয় বন্টন
   - ঘ. সবগুলিই।

২. কোন ব্যয় ঠিকাকার্য হিসাবে সরাসরি চার্জ করা যায় না ?
   - ক. উপ-ঠিকা ব্যয়
   - খ. কলকব্জার ব্যয়
   - গ. কেন্দ্রীয় গুদাম ভাড়া
   - ঘ. তত্ত্বাবধান খরচ।

৩. নির্দিষ্ট মূল্যের ঠিকাকার্যের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক নয় ?
   - ক. 'ব্যয় বৃদ্ধি ধারা' সংযুক্ত থাকে
   - খ. ঠিকাদাতা এবং ঠিকাদার পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে কাজ সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ হন
   - গ. 'ব্যয় হ্রাস ধারা' সংযুক্ত থাকতে পারে
   - ঘ. ব্যয় বৃদ্ধি বা ব্যয় হ্রাস ধারা সংযুক্ত থাকে না।

৪. একটি ব্যয় যোগ ঠিকাকার্যের জন্য ২০% হারে মুনাফা সংযোজন করা হল। মুনাফার পরিমাণ ২০,০০০ টাকা হলে চুক্তিমূল্য কত ?
   - ক. ১,০০,০০০ টাকা
   - খ. ৪,০০,০০০ টাকা
   - গ. ১,২০,০০০ টাকা
   - ঘ. কোনটিই নয়।

৫. শ্রম সরবরাহ ঠিকাকার্য বলতে বুঝায়-
   - ক. ঠিকাদাতা কর্তৃক কাঁচামাল, শ্রমিক ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা
   - খ. ঠিকাদাতা কর্তৃক শ্রমিক সরবরাহ করা
   - গ. ঠিকাদার কর্তৃক কেবল শ্রমিক সরবরাহ করা
   - ঘ. ঠিকাদার কর্তৃক কাঁচামাল, শ্রমিক ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করা।

৬. ঠিকাকার্যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়-
   - ক. সরাসরি ক্রয় করে
   - খ. ঠিকাদারের গুদাম থেকে
   - গ. অন্য কোন ঠিকাকার্য থেকে
   - ঘ. সবগুলিই ঠিক

৭. অতিরিক্ত মাল গুদামে ফেরত না দিয়ে বিক্রয় করা হলে-
   - ক. প্রাপ্ত অর্থ ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হবে
   - খ. বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট করা হবে
   - গ. বিক্রয়ের ফলে যে লাভ হয় তা ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট করা হয়
   - ঘ. বিক্রয়ের ফলে যে ক্ষতি হয় তা ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়।

৮. পণ্য চুরি হলে বা আগুনে বিনষ্ট হলে বা অন্য যে কোন ভাবে ক্ষতি হলে তার মূল্য-
   - ক. ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট এবং লাভক্ষতি হিসাবে ক্রেডিট করা হয়
   - খ. ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট এবং লাভ-ক্ষতি হিসাবে ডেবিট করা হয়
   - গ. ঠিকাকার্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না
   - ঘ. উপরের কোনটিই ঠিক নয়।

৯. নিচের কোন ব্যয় সংক্রান্ত আইটেম ঠিকাকার্যের সাথে সম্পৃক্ত ?
   ক. উপ-ঠিকাকার্য ব্যয়
   খ. অতিরিক্ত কাজ
   গ. ত্রুটিপূর্ণ কাজ
   ঘ. সবগুলিই।

- **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. ঠিকাকার্যের বৈশিষ্ট্যের আলোকে ঠিকাকার্য ব্যয় হিসাব এবং জব ব্যয় হিসাবের পার্থক্য আলোচনা করুন।

২. বিভিন্ন প্রকার ঠিকাকার্যের বর্ণনা দিন। কোন প্রকারের ঠিকাকার্য আপনার কাছে শ্রেয় মনে হয় ? কেন ?

৩. টীকা লিখুন
   ক. ঠিকাকার্য সংক্রান্ত পরোক্ষ বা উপরিব্যয়
   খ. ব্যয়-যোগ ঠিকাকার্য
   গ. ঠিকাকার্য হিসাব
   ঘ. ত্রুটিপূর্ণ কাজ।

পাঠ -৩ : মুনাফা নির্ধারণ
(Profit Determination)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ঠিকাকার্যে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দমালা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন
- সম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয় করতে শিখবেন
- অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয় করতে পারবেন
- ঠিকাকার্য সংক্রান্ত সমস্যা ও এর সমাধান দিতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

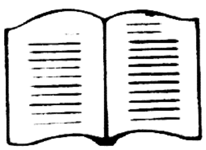

প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ থেকে 'ঠিকাকার্য' সংক্রান্ত ধারণা এবং 'ঠিকাকার্য হিসাব' সংক্রান্ত ধারণা আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে। এই পাঠে আমরা ঠিকাকার্য সংক্রান্ত আরো বিশেষ কিছু শব্দ মালার সাথে পরিচিত হব, যা ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিকাকার্য হিসাবে ব্যবহৃত কিছু বিশেষ শব্দমালা
(Some Special Terms used in Contract Account)

ঠিকাকার্য হিসাবসংক্রান্ত সমস্যা ও এর সমাধানের সময় আমরা কিছু বিশেষ ধরনের শব্দের সাথে পরিচিত হব। সেই শব্দসমূহ নিয়ে এখন আলোচনা করব।

- ***সম্পাদিত কাজের ব্যয় (Cost of Work Done)-*** ঠিকাকার্যের জন্য কাঁচামাল, শ্রম ও উপরিব্যয় বাবদ যে পরিমাণ খরচ করা হয় তাকে সম্পাদিত কাজের ব্যয় বলা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সমন্ধে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়। মনে করুন, ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি ঠিকাকার্যে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত কাঁচামাল বাবদ ৩,৫০,০০০ টাকা, মজুরি বাবদ ২,২০,০০০ টাকা এবং উপরিব্যয় বাবদ ১,৮০,০০০ টাকা খরচ করা হয়েছে। এছাড়াও ঐ ঠিকাকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অবচয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐ ঠিকাকার্যে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজের ব্যয় হবে,

কাঁচামাল		৩,৫০,০০০	টাকা
শ্রম		২,২০,০০০	টাকা
উপরিব্যয়	১,৮০,০০০		
(+) যন্ত্রপাতির অবচয়	৫০,০০০	২,৩০,০০০	টাকা
		৮,০০,০০০	টাকা

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ঠিকাকার্যে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করা হল, তার সম্পূর্ণ অংশই ঠিকাদাতার পক্ষে স্থপতি বা প্রকৌশলী প্রত্যয়ন (Certify) নাও করতে পারেন। অর্থাৎ, সম্পাদিত কাজের মধ্যে প্রত্যয়নকৃত ও অপ্রত্যয়নকৃত এই দুটি অংশ থাকতে পারে।

সম্পাদিত কাজের ব্যয় বলতে কী বুঝায়, আমরা এতক্ষণে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি। আমরা জানি, ঠিকাকার্যের ব্যয় নির্ধারণের জন্য ঠিকাকার্য হিসাব (Contract Account) তৈরি করা হয়। তাই সম্পাদিত কাজের ব্যয় কত তা ঠিকাকার্য হিসাব থেকে পাওয়া যায়। ঠিকাকার্য হিসাবের ডেবিট পাশের মোট যোগফল থেকে ক্রেডিট পাশের মোট যোগফল বাদ দিলেই সম্পাদিত কাজের ব্যয় পাওয়া যায়। কেন ? আমরা এর আগে ঠিকাকার্য হিসাবে যে সব আইটেম হিসাবভুক্ত, অর্থাৎ ডেবিট এবং ক্রেডিট করা হয়, সেগুলো আলোচনার সময় দেখেছি যে, ঠিকাকার্যে সংঘটিত যাবতীয় ব্যয় বা খরচ সংক্রান্ত আইটেম ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়। যেমন, পণ্য বা কাঁচামাল সংক্রান্ত খরচ, মজুরি, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত খরচ ইত্যাদি। তবে কাঁচামাল এর যে অংশ অব্যবহৃত হিসেবে গুদামে ফেরত যায়, যন্ত্রপাতির যে মূল্য হিসাবকাল শেষে মূল্যায়ন করা হয়, তা আবার

ডেবিট পাশের যোগফল থেকে ক্রেডিট পাশের যোগফল বাদ দিয়ে আমরা সম্পাদিত কাজের ব্যয় নির্ধারণ করে থাকি।

ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট করা হয়। তাই ডেবিট পাশের যোগফল থেকে ক্রেডিট পাশের যোগফল বাদ দিয়ে আমরা সম্পাদিত কাজের ব্যয় নির্ধারণ করে থাকি।

- ***স্থপতি বা প্রকৌশলীর প্রত্যয়নপত্র (Architect's or Engineer's Certificate)-*** আপনি জেনেছেন যে, ঠিকাকার্য সাধারণত একটি হিসাব বৎসরের মধ্যেই শেষ করা যায় না। এধরনের কাজ শেষ করতে অধিক সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই সম্পূর্ণ কাজ শেষ হওয়ার পর ঠিকাদার ঠিকাদাতার কাছ থেকে অর্থ আদায় করবেন এমন চিন্তা অবাস্তব। ঠিকাদারের কার্যের অগ্রগতির সাথে সাথে টাকার প্রয়োজন হয়। কাজের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় শেষ হলে চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার ঠিকাদাতার কাছে চলতি বিল দাখিল করেন। এই বিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং কাজের অগ্রগতি বিবেচনা করে ঠিকাদাতার পক্ষে স্থপতি বা প্রকৌশলী ঠিকাদারকে কাজ হওয়ার অনুপাতে যে প্রত্যয়নপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদান করেন, তাকে স্থপতি বা প্রকৌশলীর প্রত্যয়নপত্র বলা হয়।

> কাজের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় শেষ হলে চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার ঠিকাদাতার কাছে চলতি বিল দাখিল করেন।

- ***প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য (Value of Work Certified)-*** প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য বলতে কী বুঝায় আপনি এখন খুব সহজেই তা বুঝতে পারছেন। স্থপতি বা ইঞ্জিনিয়ার কাজ শেষ হওয়া সংক্রান্ত যে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন সেই প্রত্যয়নপত্রে ঐ কাজের যে মূল্য লিখিত থাকে তাই হল প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য। সাধারণত ঠিকাকার্যের মোট সম্পাদিত কাজের মূল্যের শতকরা হারে প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য প্রকাশ করা হয়। যেমন, ১০ লক্ষ টাকার একটি ঠিকাকার্যের ৩০% সম্পাদন করা হল এবং এর ৮০% প্রত্যয়ন করা হলো, সুতরাং প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য হবে, (১০ লক্ষ × ৩০% × ৮০% = ২,৪০,০০০ টাকা।

> সাধারণত ঠিকাকার্যের মোট সম্পাদিত কাজের মূল্যের শতকরা হারে প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য প্রকাশ করা হয়।

- ***প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় (Cost of Work Certified)-*** মনে করুন, একটি স্টীলের আলমিরা তৈরি করার খরচ বা ব্যয় (Cost) ৩,০০০ টাকা এবং এর বিক্রয় মূল্য (Price) নির্ধারণ করা হয় ৫,০০০ টাকা। এখানে ব্যয় এবং মূল্যের পার্থক্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। অর্থাৎ, ব্যয় এর সাথে মুনাফা যুক্ত করে বিক্রয়মূল্য পাওয়া যায়। এখানেও প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য এবং প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় এক নয়। আপনি একটু আগেই প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য নির্ণয় করতে শিখেছেন। আর প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় হচ্ছে, যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রত্যয়ন করা হয়েছে, তার জন্য এ পর্যন্ত যা ব্যয় হয়েছে, তার পরিমাণ।

- ***অ-প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় (Cost of Work Uncertified)-*** কখনও কখনও এমন হতে পারে যে, কোন কারণে যেমন, কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে (upto a satisfactory level) না হওয়ায় স্থপতি সেই পরিমাণ কাজের কোন প্রত্যয়নপত্র দেন না। এই কাজ করতে ঠিকাদারের যে ব্যয় হয়, তাকে অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় বলে।

> কাজের মোট ব্যয় (Cost of Work done) থেকে অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় বাদ দিলে, প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় পাওয়া যায়।

- ***সংরক্ষিত অর্থ (Retention Money)-*** ঠিকাকার্যের চুক্তিতে যদি উল্লেখ থাকে, তবে ঠিকাদাতা প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত কাজের সম্পূর্ণ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ না করে সাধারণত সেই মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেটে রাখেন, যা পরবর্তী কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা হয়। এই অর্থকে বলা হয় সংরক্ষিত অর্থ। ঠিকাদারের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অর্থকে Caution Money বলা যায়। ঠিকাদার কার্য সম্পাদনের পর ভবিষ্যতে যদি কোন প্রকার সমস্যা দেখা দেয়, তার জন্যই পূর্ব সতর্কতা স্বরূপ এই অর্থ সংরক্ষণ করা হয়। যদি ছোট খাটো কোন সমস্যা দেখা দেয় এবং ঠিকাদারের পক্ষে যদি তার বড় বড় যন্ত্রপাতি পুনরায় নিয়ে এসে কাজ করা ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হয়, সেক্ষেত্রে ঠিকাদাতা সম্ভব হলে নিজের উদ্যোগেই সেই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে, এর জন্য যে ব্যয় হবে, তা ঐ সংরক্ষিত অর্থ থেকে কেটে রেখে অবশিষ্ট অর্থ ঠিকাদারকে ফেরত দেয়া হয়। সাধারণত সংরক্ষিত অর্থের সর্বাধিক সীমা শতকরা ২০ ভাগ হয়ে থাকে। তবে সংরক্ষিত অর্থের হার এবং সেই সংরক্ষিত অর্থ ফেরত দেওয়ার সময় চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা থাকে।

উদাহরণ :

একটি ঠিকাকার্যের মোট মূল্য ২,০০,০০০ টাকা। ৬০% কাজ প্রত্যয়ন করা হয়েছে। সংরক্ষণের হার ২০% হলে, সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

সমাধান :

প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য = (ঠিকাকার্যের মোট মূল্য × প্রত্যয়নকৃত কাজের হার)
= (২,০০,০০০ × ৬০%) টাকা
= ১,২০,০০০ টাকা

সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ = (প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য × সংরক্ষণের হার)
= (১,২০,০০০ × ২০%) টাকা
= ২৪,০০০ টাকা।

উদাহরণ :

একটি ঠিকাকার্যের মোট মূল্যের ৮০% কাজ প্রত্যয়ন করা হয়েছে। সংরক্ষিত অর্থ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অর্থ ঠিকাকার্যটির মোট মূল্যের ৬৮% হলে সংরক্ষণের হার কত? সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা হলে ঠিকাকার্যের মোট মূল্য, প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ও ঠিকাদাতার থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

সমাধান :

৮০% প্রত্যয়নকৃত কাজের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে মোট মূল্যের (৮০%-৬৮%) = ১২%

$\therefore$ ১০০% প্রত্যয়নকৃত কাজের জন্য সংরক্ষণ করা হবে মোট মূল্যের $= \frac{১২\% \times ১০০\%}{৮০\%}$

= ১৫%

অর্থাৎ, সংরক্ষণের হার হবে প্রত্যয়নকৃত কাজের ১৫%

আবার, সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ = ১,২০,০০০ টাকা

বা, প্রত্যয়নকৃত কাজের ১৫% = ১,২০,০০০ টাকা

$\therefore$ প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য = $\frac{১,২০,০০০}{১৫\%}$ টাকা

= ৮,০০,০০০ টাকা

প্রত্যয়নকৃত কাজের পরিমাণ ঠিকাকার্যের মোট মূল্যের ৮০%

$\therefore$ ঠিকাকার্যের মোট মূল্য = (৮,০০,০০০ ÷ ৮০%) = ১০,০০,০০০ টাকা।

ঠিকাদাতার থেকে প্রাপ্ত অর্থ = (প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য - সংরক্ষিত অর্থ)
= (৮,০০,০০০-১,২০,০০০) টাকা
= ৬,৮০,০০০ টাকা

উত্তর :	সংরক্ষণের হার ১৫%
	ঠিকাকার্যের মোট মূল্য, ১০,০০,০০০ টাকা
	প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ৮,০০,০০০ টাকা

ঠিকাদাতার থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ, ৬,৮০,০০০ টাকা

উদাহরণ :

২০% সংরক্ষণের অর্থ বাদে ঠিকাদাতার থেকে প্রাপ্ত অর্থ ৫,৬০,০০০ টাকা হলে প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য কত? মোট ঠিকাকার্যের মূল্যের ৭০% প্রত্যয়নকৃত হলে ঠিকাকার্যের মোট মূল্য কত?

সমাধান :

সংরক্ষণের হার ২০% হওয়ার অর্থ, প্রত্যয়নকৃত কাজের (১০০%-২০%) = ৮০% অর্থ ঠিকাদাতার থেকে পাওয়া যাবে। দেওয়া আছে, ঠিকাদাতার থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৫,৬০,০০০ টাকা।

অর্থাৎ, প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্যের ৮০% = ৫,৬০,০০০ টাকা

$\therefore$ প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য = $\left(\frac{৫,৬০,০০০}{৮০\%}\right)$ টাকা

= ৭,০০,০০০ টাকা

আবার, দেওয়া আছে, ঠিকাকার্যের মোট মূল্যের ৭০% প্রত্যয়ন করা হয়েছে।
অর্থাৎ, ঠিকাকার্যের মোট মূল্যের ৭০% = ৭,০০,০০০ টাকা

ঠিকাকার্যের মোট মূল্য = $\left(\frac{৭,০০,০০০}{৭০\%}\right)$ টাকা

= ১০,০০,০০০ টাকা

অনুশীলন
নিচের তালিকার শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন-

	ঠিকাকার্য ‘ক’	ঠিকাকার্য ‘খ’	ঠিকাকার্য ‘গ’
ঠিকাকার্যের মোট মূল্য	৫,০০,০০০	-	-
প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	-	-	-
প্রত্যয়নকৃত কাজের হার	৮০%	-	৬০%
সংরক্ষণের হার (প্রত্যয়নকৃত কাজের)	-	১৫%	-
সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ	-	-	৩,২০,০০০
ঠিকাদাতা থেকে প্রাপ্ত অর্থ	-	৭,৬৫,০০০	-
ঠিকাদাতা থেকে প্রাপ্ত অর্থের হার (প্রত্যয়নকৃত কাজের)	৯০%	-	-
ঠিকাদাতা থেকে প্রাপ্ত অর্থের হার (ঠিকাকার্যের মূল্যের)	-	৪২.৫%	৪৮%

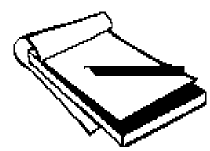

উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শনের জন্য চলতি কাজের মূল্যায়ন
(Valuation of Work-in-Progress to be shown in the Balance Sheet)

চলতি কাজের মূল্য বা যাকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, সম্পাদিত কাজের মূল্য (value of work done) নির্ধারণ করা ঠিকাকার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, সম্পাদিত কাজের সঠিক মূল্য নির্ণয় করে, তা থেকে ঠিকাদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা উদ্বর্তপত্রে দেখাতে হয়। কেননা চলতি কাজের মূল্য বাবদ যে পরিমাণ অর্থ এখনও ঠিকাদাতার কাছ থেকে ঠিকাদার পাননি, সেই পরিমাণ অর্থের উপর ঠিকাদারের দাবী রয়েছে। কারণ, উক্ত পরিমাণ অর্থের মূল্য বাবদ তিনি কাজ শেষ করেছেন, অর্থাৎ অর্থ ব্যয় করেছেন।

চলতি কাজের মূল্য বাবদ যে পরিমাণ অর্থ এখনও ঠিকাদাতার কাছ থেকে ঠিকাদার পাননি, সেই পরিমাণ অর্থের উপর ঠিকাদারের দাবী রয়েছে।

নিচের তিনটি বিকল্প উপায়ে চলতি কাজের মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। কোন উপায় কখন ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভর করে প্রশ্নে প্রদত্ত তথ্যের উপর।

বিকল্প-১	টাকা	**বিকল্প-২**	টাকা	**বিকল্প-৩**	টাকা
সম্পাদিত কাজের ব্যয়	×××	প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	×××	প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	×××
+ লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত মুনাফা	×××	+ অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	×××	+ অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	×××
চলতি কাজের মূল্য	×××	সম্পাদিত কাজের ব্যয়	×××		×××
		+ লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত মুনাফা	×××	- সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য মুনাফা সঞ্চিতি	
		চলতি কাজের মূল্য	×××	চলতি কাজের মূল্য	×××

যে কোন একটি উপায়ে চলতি কাজের মূল্য নির্ধারণ করে, তা থেকে নগদ প্রাপ্তি বাদ দিলেই, উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শনের জন্য চলতি কাজের মূল্য পাওয়া যাবে।

উপরের আলোচনায় কখনও মূল্য, কখনও ব্যয় শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্য এবং ব্যয়- এর পার্থক্য আপনি জেনেছেন তাই ব্যয় এবং মূল্য শব্দ দুটোর ব্যবহারে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন এরা একই অর্থে ভুলবশত ব্যবহৃত হয়ে না যায়। উপরে উল্লিখিত যে কোন একটি উপায়ে চলতি কাজের মূল্য নির্ধারণ করে, তা থেকে নগদ প্রাপ্তি বাদ দিলেই, উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শনের জন্য চলতি কাজের মূল্য পাওয়া যাবে।

ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয় (Profit Determination of a Contract)

সম্পূর্ণ ঠিকাকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ঠিকাদার নির্দিষ্ট সময় পরপর তার লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করেন।

আপনি দেখেছেন যে, কোন নির্ধারিত ঠিকাকার্যের ব্যয়, তথা মুনাফা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে প্রধানত ঠিকাকার্য সংক্রান্ত হিসাবসমূহ প্রস্তুত করা হয়। আপনি এও জেনেছেন যে, ঠিকাকার্য সমাপ্ত করতে সাধারণত ক্ষেত্র বিশেষে এক বছর থেকে শুরু করে দুই বা ততোধিক বছর লাগে। স্বভাবতই মানুষ চায় তার কাজের থেকে কত লাভ বা ক্ষতি হলো তা জানতে। তাই সম্পূর্ণ ঠিকাকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে ঠিকাদার নির্দিষ্ট সময় পরপর তার লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করেন।

এছাড়া প্রতি হিসাব বছর শেষে আনুমানিক মুনাফা নির্ধারণ করে, তা থেকে ন্যায়সঙ্গত অংশ লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত করলে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ স্বাভাবিক হয়। কিন্তু, কেবল যে বছর ঠিকাকার্য শেষ হয় সেই বছরে অর্জিত লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ, 'লাভ-ক্ষতি হিসাবে' স্থানান্তর করলে সেই বৎসরের মুনাফার পরিমাণও অস্বাভাবিক বেশী বা কম হয়। এটা করা ঠিক নয়। কারণ আমরা জানি, মুনাফা বা ক্ষতির অংকের উপর প্রতিষ্ঠান বা যৌথ মূলধন কোম্পানীর অনেক সিদ্ধান্ত ও অনেক বিষয় নির্ভর করে। যেমন, লভ্যাংশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ লভ্যাংশ প্রদান করা হবে কি হবে না; লভ্যাংশের হার কত হবে, আয় কর সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি। এছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের লাভ যদি প্রতি বছর খুব বেশী উঠা নামা করে, অর্থাৎ মোটামুটি স্থিতিশীল না হয়, তবে সেই কোম্পানী জনগণের আস্থা হারায় বা আস্থা অর্জন করতে পারে না।

এসব বিষয় চিন্তা করে, প্রতি হিসাব বৎসরেই আনুমানিক মুনাফার যুক্তিযুক্ত অংশ লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয় করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বুঝতে পারছি কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতে ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয়কে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায় :

- সম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয়
- অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয়

- ***সম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয় (Profit Determination of a Completed Contract)-*** ঠিকাকার্য শুরু হলেই ঠিকাদার প্রত্যেক ঠিকাকার্যের জন্য একটি করে ঠিকাকার্য হিসাব খুলেন। ঠিকাকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল মজুরি ও অন্যান্য সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় বা খরচ ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয় এবং অব্যবহৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির মূল্য ক্রেডিট করা হয়। নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে ঠিকাকার্য হিসাবের ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয়। যেহেতু সম্পূর্ণ ঠিকাকার্যটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাকার্যের মূল্য (Contract Price) ক্রেডিট করা হয় না তাই এধরনের ব্যালেন্স সবসময়ই ডেবিট হবে, অর্থাৎ এই ব্যালেন্স দ্বারা সম্পাদিত কাজের ব্যয় বুঝাবে। পরবর্তী হিসাবকালে এই ব্যালেন্স ঠিকাকার্য হিসাবের ডেবিট পাশে স্থানান্তর করে আবার একইভাবে পূর্ববর্তী হিসাবকালের অব্যবহৃত কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির ব্যালেন্স চলতি হিসাবকালের অংশে ডেবিট করতে হবে এবং চলতি হিসাবকালের অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ও ডেবিট করতে হবে। হিসাবকাল শেষের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অব্যবহৃত মূল্য আবার ক্রেডিট করতে হবে। এই ভাবে ঠিকাকার্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। শেষ বছর ঠিকাকার্যের মূল্য ঠিকাকার্য হিসাবে ক্রেডিট করা হয় এবং ঠিকাকার্যের লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা হয়।

এধরনের একটি ঠিকাকার্য হিসাবের নমুনা নিচে দেওয়া হল।

- ***ঠিকাকার্য হিসাবের নমুনা –*** যখন ঠিকাকার্য শেষ করতে একাধিক বছর লাগে এবং ঠিকাকার্য শেষ হলে লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা হয় :

ঠিকাকার্য হিসাব

ডে : ক্রে:

বিবরণ		টাকা	বিবরণ	টাকা
পণ্য বা কাঁচামাল			পণ্য বা কাঁচামাল (৩১-১২-৯৪)	××××
গুদাম থেকে	××××		যন্ত্রপাতি (৩১-১২-৯৪)	××××
ক্রয়কৃত	××××		ব্যালেন্স সি/ডি	××××
ঠিকাকার্য নং II থেকে	××××	××××		
যন্ত্রপাতি (১-১-৯৪)		××××		
খুচরা যন্ত্রপাতি		××××		
মজুরী		××××		
পরোক্ষ ব্যয়সমূহ		××××		
বকেয়া খরচসমূহ		××××		
		××××		
		××××		××××
ব্যালেন্স বি/ডি		××××	পণ্য বা কাঁচামাল (৩১-১২-৯৫)	
পণ্য বা কাঁচামাল (৩১-১২-৯৪)		××××	যন্ত্রপাতি (৩১-১২-৯৫)	××××
যন্ত্রপাতি (৩১-১২-৯৪)		××××	ঠিকাকার্যের মূল্য	××××
পণ্য (১-১-৯৫)		××××		
যন্ত্রপাতি (১-১-৯৫)		××××		
মজুরি (১-১-৯৫)		××××		
অন্যান্য পরোক্ষ ব্যয়সমূহ		××××		
বকেয়া খরচসমূহ		××××		
মুনাফা- লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত		××××		

	××××		××××

- ***ঠিকাকার্য হিসাবের নমুনা*** – যখন ঠিকাকার্য একটি হিসাবকালে বা হিসাব বৎসরে শেষ হয় এবং লাভ-ক্ষতি নির্ণয় করা হয়:

ঠিকাকার্য হিসাব

ডে : ক্রে :

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
পণ্য বা কাঁচামাল		পণ্য বা কাঁচামাল (৩১-১২-৯৪)	××××
গুদাম থেকে ××××		যন্ত্রপাতি (৩১-১২-৯৪)	××××
ক্রয়কৃত ××××		ঠিকাকার্যের মূল্য	××××
ঠিকাকার্য নং II থেকে ××××	××××		
যন্ত্রপাতি (১-১-৯৪)	××××		
খুচরা যন্ত্রপাতি	××××		
মজুরি	××××		
পরোক্ষ ব্যয়সমূহ	××××		
বকেয়া খরচসমূহ	××××		
মুনাফা-লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত	××××		
	××××		××××

অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয়
(Profit Determination of an Incomplete Contract)

অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফাকে সম্ভাব্য মুনাফা বলা হয়।

অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয় করা হলে নির্ণীত মুনাফাকে প্রকৃত মুনাফা বলা যায় না। কারণ, যতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজটি শেষ না হয়, ততদিন প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। সেজন্য অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফাকে সম্ভাব্য মুনাফা বা Notional Profit বলা হয়। অনুমানের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে নির্ণয় করা হয় বলে এই মুনাফাকে সম্ভাব্য মুনাফা বা কখনও কখনও আনুমানিক মুনাফাও বলা হয়।

অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ধারণ করার জন্য প্রথমেই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, শুধু একটি হিসাবকাল শেষ হলেই সম্ভাব্য মুনাফা নির্ণয় করতে হবে তা নয়। সেই সাথে এটিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কাজ সম্পাদনের পরিমাণ মুনাফা নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট কিনা। যদি কোন অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সম্পাদিত কাজ মোট কাজের ২৫% বা এর বেশী, তখনই সাধারণত সেই ঠিকাকার্যের সম্ভাব্য মুনাফা নির্ণয় করা উচিত। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে ঠিকাকার্যে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। সেই তুলনায় যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়, তার মূল্য অনেক কম। এক্ষেত্রে ঠিকাকার্যে ব্যয়ের পরিমাণ সম্পাদিত কাজের মূল্য অপেক্ষা বেশী হলেও তা কিন্তু ক্ষতি বা লোকসান নির্দেশ করে না। কারণ প্রারম্ভিক পর্যায়ের ব্যয় মূলতঃ সম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের জন্যই করা হয়। এজন্য সম্পাদিত কাজের পরিমাণ মোট কাজের ২৫% এর কম হলে মুনাফা নির্ণয় করা হয় না। কখনও কখনও এমন হতে পারে যে, সম্পাদিত কাজের পরিমাণ মোট কাজের ২৫% এর কম কিন্তু *প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য, প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়* এর চাইতে বেশী। সেক্ষেত্রে এই ধনাত্মক (Positive) পার্থক্যকে মুনাফা না বলে বরং চলতি কাজের সঞ্চিতি (Provision for work-in- progress) বলা হয় এবং উদ্বর্তপত্রে সম্পত্তি পাশে চলতি কাজের মূল্য থেকে বাদ দিয়ে দেখাতে হয়।

সম্পাদিত কাজের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ এর বেশী হল কিনা তা সহজেই আমরা নির্ণয় করতে পারি। এজন্য প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্যের সঙ্গে ঠিকাকার্যের মূল্যের অনুপাত বের করলেই চলে। অর্থাৎ,

$$\text{সম্পাদিত কাজের শতকরা হার} = \frac{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}{\text{ঠিকাকার্যের মূল্য}} \times ১০০$$

আমরা দেখলাম, কীভাবে সম্পাদিত কাজের শতকরা হার নির্ধারণ করা হয়। যদি এই হার ২৫% এর বেশী হয়, তবে পরবর্তীতে আনুমানিক মুনাফা নির্ণয় করতে হয়। আনুমানিক মুনাফা নির্ণয় করার নিয়ম :

ঠিকাকার্য হিসাবের ডেবিট পাশের মোট যোগফল	....
বাদ: ঠিকাকার্য হিসাবের ক্রেডিট পাশের মোট যোগফল	....
সম্পাদিত কাজের ব্যয়	....
বাদ: অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	....
প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	....
প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	....
আনুমানিক লাভ বা প্রকৃত ক্ষতি	....

আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, প্রত্যয়কৃত কাজের ব্যয় যদি প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য থেকে ছোট হয় তবে পার্থক্যটি হবে আনুমানিক লাভ, আর প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় যদি প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য থেকে বড় হয় তবে পার্থক্যটি হবে প্রকৃত ক্ষতি।

সম্পুর্ণ ঠিকাকার্য শেষ হওয়ার আগে নির্ণীত মুনাফা যেহেতু প্রকৃত মুনাফা নয়, তাই এর সম্পূর্ণ অংশ 'সাধারণ লাভ-ক্ষতি হিসাবে' (General Profit & Loss Account) স্থানান্তর করা হয় না। তবে একথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে, অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্য থেকে যদি লাভ না হয়ে ক্ষতি হয়, তবে তার সম্পূর্ণ অংশই সাধারণ লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করতে হয়। কারণ, আমরা জানি, হিসাববিজ্ঞানীরা মূলত রক্ষণশীল (Conservative) এবং রক্ষণশীলতা নীতি (Conservatism Principle) অনুযায়ী বলা হয়, 'Anticipate no profit; provide for all possible losses'.

> অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্য থেকে যদি লাভ না হয়ে ক্ষতি হয়, তবে তার সম্পূর্ণ অংশই সাধারণ লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করতে হয়।

অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্য থেকে নির্ণয়কৃত মুনাফার কতটুক 'সাধারণ লাভ-ক্ষতি হিসাবে' স্থানান্তর করা হবে, তা নির্ভর করে কাজ সম্পাদনের পরিমাণের উপর। কাজ সম্পাদনের পরিমাণের সাথে সাধারণ লাভ-ক্ষতি হিসাবে কীভাবে মুনাফা স্থানান্তর করা হয়, আসুন তা দেখি।

সাধারণ লাভ-ক্ষতি হিসাবে সম্ভাব্য মুনাফা স্থানান্তর :

১. যখন প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য, ঠিকাকার্য মূল্যের ২৫% এর বেশী কিন্তু ৫০% এর কম-
লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরযোগ্য মুনাফা,

$$\text{সম্ভাব্য মুনাফা} \times \frac{১}{৩} \times \frac{\text{নগদ প্রাপ্তি}}{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}$$

২. যখন প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য, ঠিকাকার্য মূল্যের ৫০% এর বেশী
লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরযোগ্য মুনাফা,

$$\text{সম্ভাব্য মুনাফা} \times \frac{২}{৩} \times \frac{\text{নগদ প্রাপ্তি}}{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}$$

৩. যখন কোন ঠিকাকার্য প্রায় শেষ হওয়ার পথে-
এধরনের ক্ষেত্রে সাধারণত ঠিকাকার্যের যে অংশটুকু শেষ করা এখনও বাকী আছে, তার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (Total Estimated Cost) নির্ণয় করতে হয়। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য লাভ (Notional Profit) নির্ণয় না করে মোট প্রাক্কলিত মুনাফা (Total Estimated Profit) নির্ণয় করা হয়। তারপর এই মোট প্রাক্কলিত মুনাফার একটি অংশ 'সাধারণ লাভ-ক্ষতি হিসাবে' স্থানান্তর করতে হয়।

'সাধারণ লাভ ক্ষতি হিসাবে' স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে মোট প্রাক্কলিত মুনাফার (Total Estimated Profit) অংশ নির্ণয়ের সূত্র :

ক. $\text{মোট প্রাক্কলিত মুনাফা} \times \dfrac{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}{\text{ঠিকাকার্যের মূল্য}}$

খ. $\text{মোট প্রাক্কলিত মুনাফা} \times \dfrac{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}{\text{ঠিকাকার্যের মূল্য}} \times \dfrac{\text{নগদ প্রাপ্তি}}{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}$

গ. $\text{মোট প্রাক্কলিত মুনাফা} \times \dfrac{\text{সম্পাদিত কাজের ব্যয়}}{\text{মোট প্রাক্কলিত ব্যয়}}$

ঘ. $\text{মোট প্রাক্কলিত মুনাফা} \times \dfrac{\text{সম্পাদিত কাজের ব্যয়}}{\text{মোট প্রাক্কলিত ব্যয়}} \times \dfrac{\text{নগদ প্রাপ্তি}}{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}$

রক্ষণশীলতা নীতির আলোকে একে আরও রক্ষণশীল করার জন্য প্রত্যয়নকৃত কাজের অনুপাতে নগদ প্রাপ্তির পরিমাণের তুলনায়ও বিবেচনা করা হয়েছে।

উপরের সূত্রগুলির যে কোন একটি ব্যবহার করে লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরের জন্য মুনাফার অংশ নির্ণয় করা যেতে পারে। যে সূত্রগুলো আমরা জানলাম, সেখানে দেখা যাচ্ছে সম্ভাব্য মুনাফা বা মোট প্রাক্কলিত মুনাফা নির্ণয়ে হিসাববিজ্ঞানীরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। সে কারণে শুধু ঠিকাকার্যের মূল্য ও প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্যের মধ্যেই অনুপাত বিবেচনা করা হয়নি, রক্ষণশীলতা নীতির আলোকে একে আরও রক্ষণশীল করার জন্য প্রত্যয়নকৃত কাজের অনুপাতে নগদ প্রাপ্তির পরিমাণের তুলনায়ও বিবেচনা করা হয়েছে।

একটু আগেই আমরা মোট প্রাক্কলিত মুনাফার কথা জানলাম। এবারে প্রাক্কলিত মুনাফা কীভাবে নির্ণয় করা হয় তা দেখব।

মোট প্রাক্কলিত মুনাফা নির্ণয়ের নিয়ম :

ঠিকাকার্য হিসাবের ডেবিট পাশের মোট যোগফল	××××
বাদ : ঠিকাকার্য হিসাবের ক্রেডিট পাশের মোট যোগফল	××××
সম্পাদিত কাজের ব্যয়	××××
যোগ : ঠিকাকার্য সম্পূর্ণ করার অতিরিক্ত ব্যয়	××××
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	××××
ঠিকাকার্যের মোট মূল্য	××××
মোট প্রাক্কলিত মুনাফা/ক্ষতি	××××

এখানে উল্লেখ্য, ঠিকাকার্য সম্পূর্ণ করার অতিরিক্ত ব্যয় নির্ধারণ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে :

- সমস্যায় উল্লিখিত অতিরিক্ত ব্যয়
- হিসাব সময়ে ঠিকাকার্যের স্থানে সমাপনী দ্রব্যের মূল্য
- অন্যান্য অতিরিক্ত ব্যয়
- ভবিষ্যত সম্ভাবনার জন্য রক্ষিত ব্যবস্থা (Provision for contingencies)

- **পাঠোত্তার মূল্যায়ন**

- **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. কোনটি সঠিক নয় ?
   - ক. ঠিকাকার্য হিসাবের ডেবিট পাশের মোট যোগফল থেকে ক্রেডিট পাশের মোট যোগফল বাদ দিলে সম্পাদিত কাজের ব্যয় পাওয়া যায়।
   - খ. ঠিকাকার্যে যে পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় তার সম্পূর্ণ অংশই প্রত্যয়ন করা হয়
   - গ. সম্পাদিত কাজের ব্যয়ের মধ্যে প্রত্যয়নকৃত এবং অপ্রত্যয়নকৃত ব্যয়ের অংশ থাকে
   - ঘ. ঠিকাকার্যে সংঘটিত যাবতীয় ব্যয় বা খরচ সংক্রান্ত আইটেম ঠিকাকার্য হিসাবে ডেবিট করা হয়।

২. কোনটি শুদ্ধ নয় ?
   - ক. সম্পূর্ণ কাজ শেষ হওয়ার পর ঠিকাদার ঠিকাদাতার কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন
   - খ. কাজের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় শেষ হলে চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার ঠিকাদাতার কাছে চলতি বিল দাখিল করেন
   - গ. ঠিকাকার্যের মোট সম্পাদিত কাজের মূল্যের শতকরা হারে প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য প্রকাশ করা হয়।
   - ঘ. কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ে না হওয়ায় স্থপতি সেই পরিমাণ কাজের কোন প্রত্যয়নপত্র দেন না।

৩. সংরক্ষিত অর্থের ক্ষেত্রে কোন, সঠিক নয় ?
   - ক. কেটে রাখতে হলে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হয়
   - খ. ঠিকাদারের দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে Caution Money বলে
   - গ. সাধারণত শতকরা ৩০ ভাগ হয়ে থাকে
   - ঘ. এর হার এবং ফেরত দেওয়ার সময় চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকে।

৪. ঠিকাকার্যের মূল্য ৩,০০,০০০ টাকা, প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ২,৪০,০০০ টাকা। সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ ৪৮,০০০ টাকা হলে সংরক্ষণের হার কত ?
   - ক. ২০%
   - খ. ৩০%
   - গ. ২৫%
   - ঘ. ১৫%

৫. একটি ঠিকাকার্যের মোট মূল্যের ৮৫% কাজ প্রত্যয়ন করা হয়েছে। সংরক্ষিত অর্থ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অর্থ ঠিকাকার্যের মোট মূল্যের ৭০% হলে সংরক্ষণের হার কত ?
   - ক. ১৭%
   - খ. ১৭.৬৪%
   - গ. ১৬.৬০%
   - ঘ. ১৫%

৬. ২০% সংরক্ষণের অর্থ বাদে ঠিকাদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ৬,৪০,০০০ টাকা। প্রত্যয়নকৃত কাজের হার ৮০% হলে ঠিকাকার্যের মোট মূল্য কত ?
   - ক. ৮,০০,০০০ টাকা
   - খ. ১০,০০,০০০ টাকা
   - গ. ১২,০০,০০০ টাকা
   - ঘ. কোনটিই নয়।

৭. ঠিকাকার্যের মোট মূল্য ৫,০০,০০০ টাকা, প্রত্যয়নকৃত কাজের হার ৮০%। প্রত্যয়নকৃত কাজের ৯০% ঠিকাদাতার কাছ থেকে পাওয়া গেলে, সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ কত ?

ক. ৪,০০,০০০ টাকা
খ. ৪০,০০০ টাকা
গ. ৪,৫০,০০০ টাকা
ঘ. কোনটিই নয়।

৮. নিচের কোনটি সঠিক নয় ?

ক. চলতি কাজের মূল্য নির্ণয় করে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ উদ্বর্ত পত্রে সম্পত্তি পাশে দেখাতে হয়।
খ. চলতি কাজের মূল্য থেকে নগদ প্রাপ্ত অর্থ যদি বেশী হয় তবে প্রাপ্ত অর্থ সম্পত্তি পাশে দেখাতে হয়।
গ. চলতি কাজের মূল্য থেকে নগদ প্রাপ্ত অর্থ যদি বেশি হয় তবে প্রাপ্ত অর্থ দায় পাশে দেখাতে হয়
ঘ. তিনটি বিকল্প উপায়ে চলতি কাজের মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৯. কোনটি সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত ?

ক. আনুমানিক মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা
খ. আনুমানিক মুনাফার একটি ন্যায় সঙ্গত অংশ লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়
গ. প্রকৃত ক্ষতির সম্পূর্ণ অংশ লাভ-ক্ষতি হিসাবে স্থান্তর করা উচিত নয়
ঘ. কোনটিই নয়।

১০. সম্পাদিত কাজ মোট কাজের কমপক্ষে শতকরা কত ভাগ হলে সম্ভাব্য মুনাফা নির্ণয় করা হয় ?

ক. ২২%
খ. ২০%
গ. ২৫%
ঘ. ৩০%

- **রচনামূলক প্রশ্ন**

১. কীভাবে ঠিকাকার্য হিসাব থেকে সম্পাদিত কাজের ব্যয় নির্ধারণ করা যায়? বর্ণনা করুন।

২. স্থপতি বা প্রকৌশলীর প্রত্যয়নপত্র বলতে কী বুঝায়? এটি কেন দেওয়া হয় ?

৩. চুক্তিতে সংরক্ষিত অর্থের ব্যবস্থা থাকা ঠিকাদার এবং ঠিকাদাতা উভয়ের জন্য ভাল ব্যাখ্যা করুন।

৪. উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শনের জন্য চলতি কাজের মূল্য নির্ধারণের তিনটি বিকল্প পদ্ধতি উল্লেখ করে তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয় এবং সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

পাঠ -৪ : ব্যবহারিক সমস্যা ও সমাধান
(Practical Problems and Solution)

পাঠের উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ঠিকাকার্য হিসাব সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও এর সমাধান দিতে পারবেন।

সূচনা (Introduction)

পূর্বের পাঠে আমরা ঠিকাকার্য সংক্রান্ত হিসাব তৈরি করার জন্য বিভিন্ন শব্দ (Terms) এবং তা হিসাবভুক্ত করার নিয়মাবলী সম্পর্কে জেনেছি। কাজ সম্পাদনের স্তর অনুযায়ী ঠিকাকার্য হিসাব প্রস্তুতের পদ্ধতি, কাজ সম্পাদনের হার অনুযায়ী 'লাভ ক্ষতি হিসাবে' মুনাফা স্থানান্তর এসব সম্পর্কেও জেনেছি। এখন আপনি নিশ্চয়ই ঠিকাকার্য সংক্রান্ত ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানে প্রস্তুত। তাই আমরা পাঠটি এই সাজিয়েছি ঠিকাকার্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও এর সমাধান নিয়ে। আমাদের বিশ্বাস এই সমস্যা ও এর সমাধানগুলো বুঝে অনুশীলন করলে ঠিকাকার্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলো আপনার কাছে অত্যন্ত সহজ মনে হব।

উদাহরণ -১ :

১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে একজন ঠিকাদার একটি বিল্ডিং নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। ঠিকাকার্যের মূল্য (contract price) ছিল ৮,০০,০০০ টাকা। সারা বছরে ঠিকাদার নিম্নলিখিত খরচ সম্পাদন করেন:

	টাকা
কাঁচামাল	৫০,০০০
প্রত্যক্ষ মজুরি	৩০,০০০
যন্ত্রপাতি	৮০,০০০
প্রত্যক্ষ খরচ	২০,০০০

নিম্নলিখিত অতিরিক্ত তথ্য থেকে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের জন্য একটি ঠিকাকার্য হিসাব প্রস্তুত করুন। এছাড়া ঠিকাদারের উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শনের জন্য চলতি কাজের মূল্য নির্ধারণ করুন।

	টাকা
যন্ত্রপাতির মূল্য (৩১-১২-১৯৯৪)	৬০,০০০
কাঁচামাল মজুত (৩১-১২-১৯৯৪)	১০,০০০
গুদামে ফেরতকৃত কাঁচামাল	২,০০০
প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	১,৫০,০০০
নগদ প্রাপ্তি	১,৪০,০০০
অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৮,০০০

সমাধান :

ঠিকাকার্য হিসাবের তত্ত্বীয় (Theoretical) দিক আলোচনায় আমরা দেখেছি, কোন সমস্যা সমাধানের প্রথম পর্যায়েই আমাদেরকে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ কত তা নির্ধারণ করে নিতে হয়। কারণ, আমরা জানি সম্পাদিত কাজের পরিমাণ যদি ২৫% এর কম হয়, তবে সম্ভাব্য মুনাফা নির্ধারণ করতে হয় না।

$$\text{কাজ সম্পাদনের শতকরা হার} = \frac{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}{\text{ঠিকাকার্যের মূল্য}} \times ১০০$$

$$= \frac{১,৫০,০০০}{৮,০০,০০০} \times ১০০$$

$$= ১৮.৭৫\%$$

অর্থাৎ শতকরা ২৫ ভাগের কম। তাই সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের থেকে সম্ভাব্য মুনাফা নির্ণয় করতে হবে না। তবুও মুনাফা হলে অর্থাৎ সম্পাদিত কাজের ব্যয় যদি সম্পাদিত কাজের মূল্য থেকে কম হয় তবে তা চলতি কাজের জন্য ভবিষ্যত ব্যবস্থা হিসেবে ধরতে হবে।

ডেবিট **ঠিকাকার্য হিসাব** ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
কাঁচামাল	৫০,০০০	ফেরতকৃত কাঁচামাল	২,০০০
প্রত্যক্ষ মজুরি	৩০,০০০	কার্যস্থলে কাঁচামাল	১০,০০০
যন্ত্রপাতি	৮০,০০০	কার্যস্থলে যন্ত্রপাতি	৬০,০০০
প্রত্যক্ষ খরচ	২০,০০০	ব্যালেন্স সি/ডি-(সম্পাদিত কাজের ব্যয়)	১,০৮,০০০
	১,৮০,০০০		১,৮০,০০০
ব্যালেন্স বি/ডি-(সম্পাদিত কাজের ব্যয়)	১,০৮,০০০	চলতি কাজের মূল্য সি/ডি-অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৮,০০০
		ব্যালেন্স সি/ডি-প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	১,০০,০০০
	১,০৮,০০০		১,০৮,০০০
ব্যালেন্স বি/ডি- প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	১,০০,০০০	চলতি কাজের মূল্য সি/ডি-প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	১,৫০,০০০
চলতি কাজের মূল্য সি/ডি-ভবিষ্যত ব্যবস্থা	৫০,০০০		
	১,৫০,০০০		১,৫০,০০০

উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শনের জন্য চলতি কাজের মূল্য নির্ধারণ :

	টাকা
অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৮,০০০
যোগ : প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	১,৫০,০০০
	১,৫৮,০০০
বাদ : ভবিষ্যত ব্যবস্থা	৫০,০০০
	১,০৮,০০০

অথবা,

	টাকা
অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৮,০০০
যোগ: প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	১,০০,০০০
	১,০৮,০০০

সমস্যায় দেখা যাচ্ছে নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ ১,৪০,০০০ টাকা, যা ১,০৮,০০০ টাকার চাইতে বড়। তাই উদ্বর্তপত্রে চলতি কাজের মূল্য নির্ধারণের জন্য নগদ প্রাপ্তিকে ১,০৮,০০০ টাকা থেকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং নগদ প্রাপ্তিকে উদ্বর্তপত্রে দায় পাশে দেখাতে হবে।

উদাহরণ -২ :

১ মার্চ ১৯৯৫ তারিখে নিবিড় কনস্ট্রাকশন লিঃ একটি ঠিকাকার্য শুরু করে যায় মূল্য ৩,০০,০০০ টাকা। নিচে ঠিকাকার্যের বিভিন্ন খরচ দেখানো হল -

কাঁচামাল ক্রয়	৩৫,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ মজুরি	৮০,০০০ টাকা
প্রত্যক্ষ খরচ	৪৫,০০০ টাকা
যন্ত্রপাতি প্রেরণ	৪৫,০০০ টাকা
কাঁচামাল মজুত	৫,০০০ টাকা

৩০ অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখে ঠিকাকার্যটি সম্পন্ন হয় এবং ডিসেম্বর মাসে ঠিকাকার্যের মূল্য পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ খরচের ৪০% পরোক্ষ খরচ হিসেবে হিসাবভুক্ত করা হয়। যন্ত্রপাতির উপর বার্ষিক অবচয়ের হার ২০%। মজুরি বাবদ ২,০০০ টাকা বকেয়া আছে। ঠিকাকার্য হিসাব এবং ঠিকাদাতার হিসাব প্রস্তুত করুন।

সমাধান :

নিবিড় কনস্ট্রাকশন লিঃ

ঠিকাকার্য হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৫		টাকা	১৯৯৫		টাকা
মার্চ-অক্টো.	টু, কাঁচামাল ক্রয়	৩৫,০০০			
	টু, প্রত্যক্ষ মজুরি ৮০,০০০				
	যোগ বকেয়া <u>২,০০০</u>	৮২,০০০			
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	৪৫,০০০	অক্টোবর	বাই, কাঁচামাল মজুত	৫,০০০
	টু, পরোক্ষ খরচ [৪৫,০০০×৪০%]	১৮,০০০		বাই, যন্ত্রপাতি[1]	৩৯,০০০
	টু, যন্ত্রপাতি প্রেরণ	৪৫,০০০			
ডিসেম্বর	টু, লাভ-লোকসান হিসাব -মুনাফা স্থানান্তরিত	১,১৯,০০০	ডিসেম্বর	বাই, ঠিকাদাতার হিসাব -ঠিকাকার্যের মূল্য	৩,০০,০০০
		৩,৪৪,০০০			৩,৪৪,০০০

টীকা : ১. অক্টোবর '৯৫-এ যন্ত্রপাতির মূল্য হবে নিম্নরূপ :

১ মার্চ ১৯৯৫ তারিখে যন্ত্রপাতির মূল্য ৪৫,০০০ টাকা

বাদ : মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৮ মাসের জন্য ২০% হারে অবচয়

$(৪৫,০০০ \times ২০\% \times \frac{৮}{১২}) =$ <u>৬,০০০ টাকা</u>

৩০ অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখ যন্ত্রপাতির মূল্য <u>৩৯,০০০ টাকা</u>

ঠিকাদাতার হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৫		টাকা	১৯৯৫		টাকা
ডিসেম্বর	টু, ঠিকাকার্য হিসাব	৩,০০,০০০	ডিসেম্বর	বাই, ব্যাংক হিসাব	৩,০০,০০০
		৩,০০,০০০			৩,০০,০০০

এখানে উল্লেখ্য যে, ঠিকাকার্য হিসাবে, ঠিকাকার্যের মূল্য, ঠিকাকার্যটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয় না। এই সমস্যায় ঠিকাকার্যটি অক্টোবর মাসেই সম্পন্ন হয়েছে, সেজন্য ঠিকাকার্যের সম্পূর্ণ মূল্যই প্রত্যয়নকৃত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একারণে ঠিকাকার্যের মূল্য দ্বারা ঠিকাদাতার হিসাব ডেবিট এবং ঠিকাকার্য হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ঠিকাকার্যের সম্পূর্ণ মূল্য প্রাপ্তিতে ব্যাংক হিসাব ডেবিট এবং ঠিকাদাতার হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে। বাস্তবে, খুব ছোট ঠিকাকার্য হলেও তা একই বৎসরে শুরু এবং শেষ হওয়ার মত ঠিকাকার্য অত্যন্ত কম দেখা যায়। একই বৎসরে ঠিকাকার্য শেষ না হলে মুনাফা নির্ধারণের জন্য 'প্রত্যয়নকৃত কাজ'-এর মূল্য 'ঠিকাকার্য

হিসাবে' দেখানো হয় এবং ঠিকাকার্যের মূল্য 'ঠিকাকার্য হিসাবে' দেখানো হয় না। পরবর্তী উদাহরণে আমরা অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো।

উদাহরণ -৩ :

শফি বিল্ডার্স-এর একটি ঠিকাকার্যের গত তিন বৎসরের তথ্য নিচে দেওয়া হল :

	১৯৯১	**১৯৯২**	**১৯৯৩**
কাঁচামাল প্রেরণ	৳ ২,৫০,০০০	৳ ৩,১০,০০০	৳ ১,৪০,০০০
প্রত্যক্ষ মজুরি	২,১০,০০০	৩,২৫,০০০	১,৬০,০০০
প্রত্যক্ষ খরচ	২১,০০০	৫৩,০০০	২৫,০০০
পরোক্ষ খরচ	৫,০০০	৮,০০০	১,৫০০
সংস্থাপন ব্যয়	১২,০০০	৪,০০০	২,০০০
স্থপতির ফি	৩২,০০০	৩,০০০	-
প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	৪,৫০,০০০	১৫,০০,০০০	২০,০০,০০০
অপ্রত্যয়নকৃত কাজ	১,১০,০০০	৪৫,০০০	-
কার্যক্ষেত্রে মজুত কাঁচামাল (৩১.১২.......)	১২,০০০	১৫,০০০	২৩,৫০০
যন্ত্রপাতি প্রেরণ (মূল্য)	২,০০,০০০	৫০,০০০	-

ঠিকাকার্যের মূল্য ২০,০০,০০০ টাকা। স্থপতি কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত কাজের ৯০% ঠিকাদাতা কর্তৃক প্রদান করা হয়। ১৯৯১, ১৯৯২, ও ১৯৯৩ সালের শেষে ঠিকাকার্যে যন্ত্রপাতির মূল্য ছিল যথাক্রমে ১,৫০,০০০ টাকা, ১,২৫,০০০ টাকা ও ৭৫,০০০ টাকা।

শফি বিল্ডার্স-এর ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখের রেওয়ামিলটি ছিল নিম্নরূপ :

হিসাবের নাম	ডেবিট	ক্রেডিট
মূলধন হিসাব		৳ ৪,৫০,০০০
পাওনাদার		২০,০০০
ঠিকাদাতা থেকে নগদ প্রাপ্তি		৪,০৫,০০০
ভূমি ও দালানকোঠা	৳ ১,২০,০০০	
ব্যাংকে জমা	২৫,০০০	
ঠিকাকার্যে প্রেরণ :		
কাঁচামাল	২,৫০,০০০	
যন্ত্রপাতি	২,০০,০০০	
প্রত্যক্ষ মজুরি	২,১০,০০০	
প্রত্যক্ষ খরচ	২১,০০০	
পরোক্ষ খরচ	৫,০০০	
সংস্থাপন ব্যয়	১২,০০০	
স্থপতির ফি	৩২,০০০	
	৮,৭৫,০০০	৮,৭৫,০০০

অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মুনাফা হিসাবভুক্ত করে তিন বৎসরের ঠিকাকার্য হিসাব প্রস্তুত করুন এবং শুধু ঠিকাকার্যের প্রভাব দেখিয়ে তিন বৎসরের উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত করুন।

সমাধান :

শফি বিল্ডার্স
ঠিকাকার্য হিসাব

ডেবিট (৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য) ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯১		টাকা	১৯৯১		টাকা
জানু-ডিসে.	টু, কাঁচামাল প্রেরণ	২,৫০,০০০	ডিসে. ৩১	বাই, কাঁচামাল মজুত সি/ডি	১২,০০০
	টু, প্রত্যক্ষ মজুরি	২,১০,০০০		বাই, যন্ত্রপাতি সি/ডি	১,৫০,০০০
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	২১,০০০			
	টু পরোক্ষ খরচ	৫,০০০			
	টু, সংস্থাপন ব্যয়	১২,০০০		বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	৫,৬৮,০০০
	টু, স্থপতির ফি	৩২,০০০		- সম্পাদিত কাজের ব্যয়	
	টু, যন্ত্রপাতি প্রেরণ	২,০০,০০০			
		৭,৩০,০০০			৭,৩০,০০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৫,৬৮,০০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
				- অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	১,১০,০০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
				- প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৪,৫৮,০০০
		৫,৬৮,০০০			৫,৬৮,০০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৪,৫৮০০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
				- প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	৪,৫০,০০০
				বাই, লাভ-লোকসান হিসাব	
				- লোকসান স্থানান্তরিত হলো[১]	৮,০০০
		৪,৫৮,০০০			৪,৫৮,০০০
১৯৯২					
জানু-১	টু, কাঁচামাল বি/ডি	১২,০০০			
	টু, যন্ত্রপাতি বি/ডি	১,৫০,০০০			
	টু, চলতি কাজ বি/ডি				
	অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় ১,১০,০০০				
	প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ৪,৫০,০০০	৫,৬০,০০০			

টীকা :

১. আমরা জানি, রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফার যুক্তিসঙ্গত অংশ লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করতে হয়। কিন্তু লোকসান হলে তার সম্পূর্ণ অংশই লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করতে হয়। আলোচ্য উদাহরণে ১৯৯১ সালে লোকসান হওয়ার সম্পূর্ণ অংশই লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

শফি বিল্ডার্স
উদ্বর্তপত্র
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯১ তারিখে প্রস্তুতকৃত

মূলধন ও দায়		পরিমাণ টাকা	সম্পত্তিসমূহ		পরিমাণ টাকা
মূলধন হিসাব	৪,৫০,০০০		ভূমি ও দালানকোঠা		১,২০,০০০
বাদ, ঠিকাকার্যে লোকসান	৮,০০০	৪,৪২,০০০	যন্ত্রপাতি :কার্যক্ষেত্রে	২,০০,০০০	
			বাদ, অবচয়	৫০,০০০	১,৫০,০০০
পাওনাদার		২০,০০০	কার্যক্ষেত্রে কাঁচামাল মজুত		১২,০০০
			চলতি কাজ	৫,৬০,০০০	
			বাদ, ঠিকাদাতা থেকে নগদ প্রাপ্তি[২]	৪,০৫,০০০	১,৫৫,০০০
			ব্যাংকে জমা		২৫,০০০
		৪,৬২,০০০			৪,৬২,০০০

টীকা :

২. ঠিকাদাতার কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি :

প্রত্যয়নকৃত কাজের ৯০% = (৪,৫০,০০০ × ৯০%) = ৪,০৫,০০০ (যা রেওয়ামিলেও দেখানো হয়েছে)

শফি বিল্ডার্স
ঠিকাকার্য হিসাব

ডেবিট (৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য) ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯২		টাকা	১৯৯২		টাকা
জানু- ১	টু, ব্যালেন্স বি/ডি				
	কাঁচামাল	১২,০০০			
	যন্ত্রপাতি	১,৫০,০০০			
	চলতি কার্য	৫,৬০,০০০			
জানু -ডিসে	টু, কাঁচামাল প্রেরণ	৩, ১০,০০০			
	টু, প্রত্যক্ষ মজুরি	৩,২৫,০০০			
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	৫৩,০০০	ডিসে. ৩১	বাই, কাঁচামাল সি/ডি	১৫,০০০
	টু, পরোক্ষ খরচ	৮,০০০		বাই, যন্ত্রপাতি সি/ডি	১,২৫,০০০
	টু, সংস্থাপন ব্যয়	৪,০০০			
	টু, স্থপতির ফি	৩,০০০		বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
	টু, যন্ত্রপাতি প্রদান	৫০,০০০		- সম্পাদিত কাজের ব্যয়	১৩,৩৫,০০০
		১৪,৭৫,০০০			১৪,৭৫,০০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	১৩,৩৫,০০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি-	
				- অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৪৫,০০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
				- প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	১২,৯০,০০০
		১৩,৩৫,০০০			১৩,৩৫,০০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	১২,৯০,০০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
	টু, লাভ-লোকসান হিসাব			- প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	১৫,০০,০০০
	-লাভ স্থানান্তরিত হলো[৩]	১,২৬,০০০			
	টু, চলতি কাজ সি/ডি- মুনাফা সঞ্চিতি (ব্যালেন্স)	৮৪,০০০			
১৯৯৩		১৫,০০,০০০			১৫,০০,০০০
জানু.- ১	টু, কাঁচামাল বি/ডি	১৫,০০০			
	টু, যন্ত্রপাতি বি/ডি	১,২৫,০০০			
	টু, চলতি কাজ হিসাব				
	-অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় ৪৫,০০০				
	-প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ১৫,০০,০০০				
	১৫,৪৫,০০০				
	বাদ, মুনাফা সঞ্চিতি ৮৪,০০০	১৪,৬১,০০০			

টীকা :

৩. ১৯৯২ সালে ঠিকাকার্য থেকে মুনাফা হয়েছে (১৫,০০,০০০ - ১২,৯০,০০০) = ২,১০,০০০ টাকা। এই মুনাফার কতটুকু সাধারণ লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তর করা হবে তা প্রথমত নির্ভর করে কাজ সম্পাদনের হারের উপর। দ্বিতীয় বৎসর অর্থাৎ, ১৯৯২ সালে কাজ সম্পাদনের হার : (১৫,০০,০০০ ÷ ২০,০০,০০০) × ১০০ = ৭৫%। সুতরাং এক্ষেত্রে লাভ ক্ষতি হিসাবে মুনাফা স্থানান্তরের পরিমাণ হবে ২,১০,০০০ × $\frac{২}{৩}$ × ৯০%

শফি বিল্ডার্স
উদ্বর্তপত্র
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে প্রস্তুতকৃত

মূলধন ও দায়		পরিমাণ টাকা	সম্পত্তিসমূহ		পরিমাণ টাকা
মূলধন হিসাব	৪,৪২,০০০		ভূমি ও দালানকোঠা		১,২০,০০০
যোগ, ঠিকাকার্যে মুনাফা	১,২৬,০০০	৫,৬৮,০০০	যন্ত্রপাতি :কার্যক্ষেত্রে	১,৫০,০০০	
			যোগ, কার্যক্ষেত্রে নতুন যন্ত্রপাতি	৫০,০০০	
				২,০০,০০০	
			বাদ, অবচয়	৭৫,০০০	১,২৫,০০০
পাওনাদার		২০,০০০	কার্যক্ষেত্রে কাঁচামাল মজুত		১৫,০০০
			চলতি কাজ	১৪,৬১,০০০	
			বাদ, ঠিকাদাতা থেকে নগদ প্রাপ্তি[৪]	১৩,৫০,০০০	১,১১,০০০
			ব্যাংকে জমা[৫]		২,১৭,০০০
		৫,৮৮,০০০			৫,৮৮,০০০

টীকা :

৪. ঠিকাদাতা থেকে নগদ প্রাপ্তি (১৫,০০,০০০ × ৯০%) = ১৩,৫০,০০০ টাকা।

৫. ঠিকাদাতা থেকে প্রাপ্ত ১৩,৫০,০০০ টাকার মধ্যে ৪,০৫,০০০ টাকা ১৯৯১ সালে পাওয়া গেছে। ব্যাংকে জমা টাকার পরিমাণ নির্ণয় :

৩১.১২.৯১ তারিখে ব্যাংকে জমা টাকা			২৫,০০০
ঠিকাদাতা থেকে চলতি বৎসরে নগদ প্রাপ্তি (১৩,৫০,০০০ - ৪,০৫,০০০)			৯,৪৫,০০০
বাদ : খরচসমূহ -	কাঁচামাল	৩,১০,০০০	
	প্রত্যক্ষ মজুরি	৩,২৫,০০০	
	প্রত্যক্ষ খরচ	৫৩,০০০	
	পরোক্ষ খরচ	৮,০০০	
	সংস্থাপন ব্যয়	৪,০০০	
	স্থাপতির ফি	৩,০০০	
	যন্ত্রপাতি (নতুন ক্রয়)	৫০,০০০	৭,৫৩,০০০
			২,১৭,০০০

শফি বিল্ডার্স

ঠিকাকার্য হিসাব

ডেবিট (৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য) ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৩		টাকা	১৯৯৩		টাকা
জানু- ১	টু, ব্যালেন্স বি/ডি				
	কাঁচামাল	১৫,০০০			
	যন্ত্রপাতি	১,২৫,০০০			
	চলতি কার্য	১৪,৬১,০০০	ডিসে. ৩১	বাই, কাঁচামাল - স্টোরে ফেরত	২৩,৫০০
জানু -ডিসে	টু, কাঁচামাল প্রেরণ	১,৪০,০০০		বাই, যন্ত্রপাতি - স্টোরে ফেরত	৭৫,০০০
	টু, প্রত্যক্ষ মজুরি	১,৬০,০০০			
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	২৫,০০০		বাই, ব্যালেন্স সি/ডি- সম্পাদিত	
	টু, পরোক্ষ খরচ	১,৫০০		কাজের ব্যয়	১৮,৩১,০০০
	টু, সংস্থাপন ব্যয়	২,০০০			
		১৯,২৯,৫০০			১৯,২৯,৫০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	১৮,৩১,০০০		বাই,ঠিকাদাতার হিসাব - ঠিকাকার্যের মূল্য[৬]	২০,০০,০০০
	টু, লাভ লোকসান হিসাব - মুনাফা স্থানান্তরিত হল	১,৬৯,০০০			
		২০,০০,০০০			২০,০০,০০০

টীকা :

৬. যেহেতু ঠিকাকার্যটি শেষ হয়েছে, এজন্য চলতি কাজ হিসাব না লিখে ঠিকাকার্যের মূল্য দ্বারা ঠিকাদাতার হিসাব ক্রেডিট করা হয়েছে। ঠিকাকার্যে অবশিষ্ট কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি স্টোরে ফেরত আনা হয়েছে।

শফি বিল্ডার্স

উদ্বর্তপত্র

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে প্রস্তুতকৃত

মূলধন ও দায়		পরিমাণ টাকা	সম্পত্তিসমূহ		পরিমাণ টাকা
মূলধন হিসাব	৫,৬৮,০০০		ভূমি ও দালানকোঠা		১,২০,০০০
যোগ, ঠিকাকার্যে মুনাফা	১,৬৯,০০০	৭,৩৭,০০০	যন্ত্রপাতি :কার্যক্ষেত্রে	১,২৫,০০০০	
			বাদ, অবচয়	৫০,০০০	৭৫,০০০
পাওনাদার		২০,০০০	কাঁচামাল মজুত		২৩,৫০০
			ঠিকাদাতা হিসাব[৭]		২,০০,০০০
			ব্যাংকে জমা[৮]		৩,৩৮,৫০০
		৭,৫৭,০০০			৭,৫৭,০০০

টীকা :

৭. সম্পূর্ণ ঠিকাকার্য শেষ হয়ে গেলেও ঠিকাকার্যের মূল্যের ৯০% ঠিকাদাতার থেকে পাওয়া গেছে এবং অবশিষ্ট ১০% (২০,০০,০০০ × ১০% = ২,০০,০০০ টাকা) সংরক্ষিত অর্থ হিসেবে ঠিকাদাতার কাছে আছে যা পাওয়া যাবে।

৮. ব্যাংকে জমা টাকার পরিমাণ নির্ণয় :

৩১.১২.০২ তারিখে ব্যাংকে জমা টাকা	২,১৭,০০০
যোগ, চলতি বৎসরে ঠিকাদাতা থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থ (২০,০০,০০০ - ২,০০,০০০ - ১৩,৫০,০০০)	৪,৫০,০০০
	৬,৬৭,০০০

বাদ, চলতি বৎসরের খরচ সমূহ (১,৪০,০০০ + ১,৬০,০০০ + ২৫,০০০ + ১,৫০০ + ২,০০০)	৩,২৮,৫০০
	৩,৩৮,৫০০

উদাহরণ -৪ :

আবাস কনস্ট্রাকশন লিঃ ১৯৯৫ সালে ব্যবসা আরম্ভ করে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি একটি মাত্র ঠিকাকার্যের কাজ করে যার মোট মূল্য ছিল ১২,০০,০০০ টাকা।

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে ৩,৫০,০০০ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি গুদামে (Store) ফেরত আনা হয় এবং ঐ তারিখে কার্যক্ষেত্রে (on site) অব্যবহৃত কাঁচামালের (Materials) মূল্য ৪৮,৬০০ টাকা। সারা বৎসরে কার্যক্ষেত্র থেকে গুদামে ২৭,০০০ টাকা মূল্যের কাঁচামাল ফেরত আসে। উক্ত ঠিকাকার্যের জন্য প্রেরিত যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের মধ্যে ৪,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি এবং ১,৮০০ টাকার কাঁচামাল হারিয়ে যায়। অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় ৯৩,০০০ টাকা। যন্ত্রপাতির উপর ১৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।

মুনাফার এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষণ করে, নিম্নলিখিত রেওয়ামিলের সাহায্যে ঠিকাকার্য হিসাব (Contract Account), চলতি কাজের হিসাব (Work in Progress Account) এবং ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখের উদ্বর্তপত্র (Balance Sheet) প্রস্তুত করুন।

আবাস কনস্ট্রাকশন লিঃ
রেওয়ামিল
৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫

ক্রমিক নং	হিসাবের নাম	ডেবিট (টাকা)	ক্রেডিট (টাকা)
১.	শেয়ার মূলধন		৫,০০,০০০
২.	বিবিধ পাওনাদার		৩০,৭,০০০
৩.	ঠিকাদাতার থেকে নগদ প্রাপ্তি (প্রত্যয়নকৃত কাজের ৯০%)		৭,৫৬,০০০
৪.	ঠিকাকার্যে প্রেরণ :		
	কাঁচামাল (Material)	৪,২৫,০০০	
	যন্ত্রপাতি	৫,০০,০০০	
	মজুরি	১,১০,০০০	
	অন্যান্য খরচসমূহ	৩৮,০০০	
৫.	ভূমি ও দালানকোঠা	৪,২০,০০০	
৬.	ব্যাংকে জমা	৭০,০০০	
		১৫,৬৩,০০০	১৫,৬৩,০০০

সমাধান :

আবাস কনস্ট্রাকশন লিঃ
ঠিকাকার্য হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৫		টাকা	১৯৯৫		টাকা
জানু -ডিসে	টু, কাঁচামাল	৪,২৫,০০০	জানু -ডিসে	বাই, লাভ লোকসান হিসাব -	
	টু, মজুরি	১,১০,০০০		কাঁচামাল হারানোর ক্ষতি	১,৮০০
	টু, যন্ত্রপাতি	৫,০০,০০০		যন্ত্রপাতি হারানোর ক্ষতি	৪,০০০
	টু, অন্যান্য খরচসমূহ	৩৮,০০০		বাই, কাঁচামাল - স্টোরে ফেরত	২৭,০০০
			ডিসে.৩১	বাই, যন্ত্রপাতি -স্টোরে ফেরত মূল্য ৩,৫০,০০০	
				বাদ, অবচয় @১৫% ৫২,৫০০	২,৯৭,৫০০
				বাই, কাঁচামাল সি/ডি (অব্যবহৃত কাঁচামাল)	৪৮,৬০০
				বাই, যন্ত্রপাতি সি/ডি[১]	১,২৪,১০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি - সম্পাদিত কাজের ব্যয়	৫,৭০,০০০
		১০,৭৩,০০০			১০,৭৩,০০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৫,৭০,০০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি- - অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৯৩,০০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি - প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৪,৭৭,০০০
		৫,৭০,০০০			৫,৭০,০০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৪,৭৭,০০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি - প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	৮,৪০,০০০
	টু, লাভ-লোকসান হিসাব -মুনাফা স্থানান্তরিত হলো $(৩,৬৩,০০০ \times \frac{২}{৩} \times ৯০\%)$	২,১৭,৮০০			
	টু, চলতি কাজ সি/ডি - মুনাফা সঞ্চিতি	১,৪৫,২০০			
১৯৯৬		৮,৪০,০০০			৮,৪০,০০০
জানু-১	টু, কাঁচামাল বি/ডি	৪৮,৬০০			
	টু, যন্ত্রপাতি বি/ডি	১,২৪,১০০			
	টু, চলতি কাজ হিসাব অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় ৯৩,০০০ প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ৯,৩৩,০০০ *বাদ,* মুনাফা সঞ্চিতি ১,৪৫,২০০	৭,৮৭,৮০০			

টীকা :

১. হিসাবকাল শেষে যন্ত্রপাতির মূল্য :

যন্ত্রপাতি প্রেরণ	৳ ৫,০০,০০০
বাদ, স্টোরে ফেরত	৩,৫০,০০০
	১,৫০,০০০
বাদ, হারিয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি	৪,০০০
	১,৪৬,০০০
বাদ, ১৫% অবচয়	২১,৯০০
৩১ ডিসেম্বর তারিখে মূল্য	১,২৪,১০০

আবাস কনস্ট্রাকশন লিঃ

ডেবিট **চলতি কাজ হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৫		টাকা	১৯৯৫		টাকা
ডিসেম্বর	টু, ঠিকাকার্য হিসাব -অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৯৩,০০০	ডিসে.	বাই, ঠিকাকার্য হিসাব -মুনাফা সঞ্চিতি	১,৪৫,২০০
	টু, ঠিকাকার্য হিসাব -প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	৮,৪০,০০০	ডিসে. ৩১	বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	৭,৮৭,৮০০
		৯,৩৩,০০০			৯,৩৩,০০০
১৯৯৬ জানু -১	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৭,৮৭,৮০০			

আবাস কনস্ট্রাকশন লিঃ
উদ্বর্তপত্র
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে প্রস্তুতকৃত

মূলধন ও দায়	পরিমাণ টাকা	সম্পত্তিসমূহ	পরিমাণ টাকা
মূলধন হিসাব	৫,০০,০০০	ভূমি ও দালানকোঠা	৪,২০,০০০
লাভ লোকসান হিসাব -		যন্ত্রপাতি : স্টোরে ৩,৫০,,০০০	
ঠিকাকার্য থেকে মুনাফা ২,১৭,৮০০		*বাদ,* অবচয় @ ১৫% <u>৫২,৫০০</u>	২,৯৭,৫০০
বাদ, যন্ত্রপাতি হারানোর ক্ষতি (৪,০০০)		কার্যক্ষেত্রে ১,৪৬,,০০০	
কাঁচামাল হারানোর ক্ষতি <u>(১,৮০০)</u>	২,১২,০০০	*বাদ,* অবচয় @ ১৫% <u>২১,৯০০</u>	১,২৪,১০০
পাওনাদার	৩,০৭,০০০	কাঁচামাল মজুত :কার্যক্ষেত্রে ৪৮,৬০০	
		স্টোরে <u>২৭,০০০</u>	৭৫,৬০০
		চলতি কাজ ৭,৮৭,৮০০	
		বাদ, ঠিকাদাতা থেকে নগদ প্রাপ্তি <u>৭,৫৬,০০০</u>	৩১,৮০০
		ব্যাংকে জমা	৭০,০০০
	১০,১৯,০০০		১০,১৯,০০০

উদাহরণ -৫ :

রহমান বিল্ডার্স ০১-০১-৯৪ তারিখে দুটি ঠিকাকার্য শুরু করে। ৩১-১২-৯৪ তারিখে তাদের হিসাবের বই থেকে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায় :

বিবরণ	ঠিকাকার্য-'ক'	ঠিকাকার্য- 'খ'
কাঁচামাল প্রেরণ	টা: ৮২,৫০০	টা: ৯৩,৬২০
মজুরি প্রেরণ	১,০৪,২০০	১,১৩,৫৮০
যন্ত্রপাতি	৮০,০০০	১,০০,০০০
প্রত্যক্ষ খরচ	৯,৬৫০	১৩,২৭০
প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	২,১০,০০০	৩,০০,০০০
অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৫৫,০০০	৩৫,৫০০
ঠিকাকার্য থেকে কাঁচামাল ফেরত	২,৩০০	১,২০০
ঠিকাকার্য 'খ' থেকে ঠিকাকার্য 'ক' তে কাঁচামাল স্থানান্তর	৬,০০০	-
বকেয়া মজুরি (৩১-১২-৯৪)	১,৪৭০	১,৫৭৫
প্রত্যক্ষ খরচ বকেয়া (৩১.১২.৯৪)	৫৮০	৪৩০
কার্যক্ষেত্রে মজুত কাঁচামাল (৩১.১২.৯৪)	৭,৬৬০	৫,৫৭৫
কার্যক্ষেত্রে বিনষ্ট কাঁচামাল	১,৩০০	-
সংস্থাপন ব্যয় (Establishment Charges)	৬,৭৫০	৭,২০০
ঠিকাকার্য থেকে যন্ত্রপাতি ফেরত	১০,০০০	২০,০০০
যন্ত্রপাতি ফেরতের তারিখ-	(৩০.৯.৯৪)	(৩০.৬.৯৪)
যন্ত্রপাতির মূল্য (৩১.১২.৯৪)	৩৫,০০০	৪২,০০০

বিবরণ	ঠিকাকার্য-‘ক’	ঠিকাকার্য- ‘খ’
ঠিকাকার্যের মূল্য	৩,০০,০০০	৪,০০,০০০

এছাড়াও ২০,০০০ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্র ঠিকাকার্য ‘ক’ তে ৩ মাস এবং ঠিকাকার্য ‘খ’ তে ৬ মাস ব্যবহার করা হয়েছিল। এই যন্ত্রের উপর ১০% হারে অবচয় ধার্য করা হয়। ক ঠিকাকার্যে প্রেরিত বিশেষ যন্ত্রপাতির উপর ২০% হারে এবং ‘খ’ ঠিকাকার্যে প্রেরিত বিশেষ যন্ত্রপাতির উপর ৩০% হারে ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করতে হবে।

প্রথম বৎসরে ঠিকাদাতার কাছ থেকে ঠিকাকার্য ‘ক’ বাবদ ১,৬৮,০০০ টাকা এবং ঠিকাকার্য ‘খ’ বাবদ ২,৫৫,০০০ টাকা পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট টাকা দ্বিতীয় বৎসরে পাওয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসরে যে সকল খরচ হয়েছে তা নিচে দেওয়া হলো:

বিবরণ	ঠিকাকার্য ‘ক’	ঠিকাকার্য ‘খ’
কাঁচামাল	১১,০০০	২৩,২৫০
মজুরি	১৪,৮৫০	১৭,৬৩৫
প্রত্যক্ষ খরচ	৪৫৮	৫৫০
মজুত কাঁচামাল (৩১.১২.৯৫)	৫,২০০	২,০৪৫
যন্ত্রপাতি (৩১.১২.৯৫)	৪৪,৮০০	৩৯,২০০

ঠিকাকার্য হিসাব, ঠিকাদাতার হিসাব এবং উদ্বর্তপত্র (আংশিক) প্রস্তুত করুন।

সমাধান :

রহমান বিল্ডার্স

ডেবিট **ঠিকাকার্য ‘ক‘ হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৪		টাকা	১৯৯৪		টাকা
জানু -ডিসে.	টু, কাঁচামাল প্রেরণ	৮২,৫০০	জানু -ডিসে.	বাই, কাঁচামাল স্টোরে ফেরত	২,৩০০
	টু, মজুরি	১,০৪,২০০		বাই, যন্ত্রপাতি স্টোরে ফেরত	
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	৯,৬৫০		মূল্য ১০,০০০	
	টু বিশেষ যন্ত্রপাতি	৮০,০০০		*বাদ,* অবচয় @ ২০%	
	টু, সংস্থাপন ব্যয়	৬,৭৫০		(৯ মাসের) ১,৫০০	৮,৫০০
	টু, ঠিকাকার্য ‘খ‘ হিসাব -কাঁচামাল			বাই, লাভ লোকসান হিসাব -	
	স্থানান্তর	৬,০০০		বিনষ্ট কাঁচামালের ক্ষতি	১,৩০০
ডিসে. ৩১	টু, সাধারণ যন্ত্রপাতির অবচয়	৫০০	ডিসে. ৩১	বাই, কার্যক্ষেত্রে কাঁচামাল সি/ডি	৭,৬৬০
	$(২০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৩}{১২})$			বাই, কার্যক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি সি/ডি[১]	৫৬,০০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
				- সম্পাদিত ঠিকাকার্যের ব্যয়	২,১৫,৮৯০
	টু, বকেয়া মজুরি সি/ডি	১,৪৭০			
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ বকেয়া সি/ডি	৫৮০			
		২,৯১,৬৫০			২,৯১,৬৫০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	২,১৫,৮৯০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
				-অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৫৫,০০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
				-প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	১,৬০,৮৯০
		২,১৫,৮৯০			২,১৫,৮৯০
	টু, ব্যালেন্স সি/ডি	১,৬০,৮৯০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
				-প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	২,১০,০০০
	টু, লাভ লোকসান হিসাব				
	- মুনাফা স্থানান্তরিত হলো[২]	২৬,১৯২			
	টু, চলতি কাজ সি/ডি				
	- মুনাফা সঞ্চিতি[২]	২২,৯১৮			

ডেবিট **ঠিকাকার্য 'ক' হিসাব** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
		২,১০,০০০			২,১০,০০০
১৯৯৫ জানু-১	টু, কার্যক্ষেত্রে কাঁচামাল বি/ডি	৭,৬৬০	১৯৯৫ জানু ১	(ক্রমশঃ) বাই, বকেয়া মজুরি বি/ডি	১,৪৭০
	টু, কার্যক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বি/ডি	৫৬,০০০		বাই, প্রত্যক্ষ খরচ বকেয়া	৫৮০
	টু, চলতি কাজ বি/ডি		ডিসে.৩১	বাই, কাঁচামাল স্টোরে ফেরত	৫,২০০
	অপ্রত্যয়নকৃত			বাই, যন্ত্রপাতি স্টোরে ফেরত	৪৪,৮০০
	কাজের ব্যয় ৫৫,০০০				
	প্রত্যয়নকৃত			বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	২,৮০,০০০
	কাজের মূল্য ২,১০,০০০			-সম্পাদিত সম্পূর্ণ কাজের ব্যয়	
	২,৬৫,০০০				
	বাদ, মুনাফা সঞ্চিতি ২২,৯১৮	২,৪২,০৮২			
জানু-ডিসে.	টু, কাঁচামাল	১১,০০০			
	টু, মজুরি	১৪,৮৫০			
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	৪৫৮			
		৩,৩২,০৫০			৩,৩২,০৫০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	২,৮০,০০০		বাই, ঠিকাদাতা হিসাব	
	টু, লাভ-লোকসান হিসাব			- ঠিকাকার্যের মূল্য	৩,০০,০০০
	- মুনাফা স্থানান্তরিত হলো[৩]	১৬,০০০			
	টু চলতি কাজ সি/ডি				
	- মুনাফা সঞ্চিতি[৩]	৪,০০০			
		৩,০০,০০০			৩,০০,০০০

টীকা :

১. ক ঠিকাকার্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি প্রেরণ ৳ ৮০,০০০

বাদ, যন্ত্রপাতি ফেরত ১০,০০০

৳ ৭০,০০০

বাদ, অবচয় @ ২০% ১৪,০০০

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে ক ঠিকাকার্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি ৳ ৫৬,০০০

২. ১৯৯৪ সালে 'ক' *ঠিকাকার্যের সম্পাদনের হার* = $\frac{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য}}{\text{ঠিকাকার্যের মূল্য}} \times ১০০$

= $\frac{২,১০,০০০}{৩,০০,০০০} \times ১০০$

= ৭০%

সম্ভাব্য মুনাফা = প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য - প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়

= ৳ ২,১০,০০০ - ৳ ১,৬০,৮৯০)

= ৳ ৪৯,১১০

লাভ ক্ষতি হিসাবে স্থানান্তরিত মুনাফা = সম্ভাব্য মুনাফা × $\frac{২}{৩}$ × $\frac{\text{নগদ প্রাপ্তি}}{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের}}$

= ৳ (৪৯,১১০ × $\frac{২}{৩}$ × $\frac{১,৬৮,০০০}{২,১০,০০০}$

= ২৬,১৯২ টাকা

মুনাফা সঞ্চিতি = ৳ (৪৯,১১০ - ২৬,১৯২)

= ২২,৯১৮ টাকা

৩. ১৯৯৫ সালে যেহেতু ঠিকাকার্যটি সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে, এজন্য সম্পূর্ণ মুনাফা লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তর করা যায়। ১৯৯৪ সালে প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ছিল ২,১০,০০০ টাকা। যার মধ্যে নগদ ১,৬৮,০০০ টাকা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্যের (১,৬৮,০০০ ÷ ২,১০,০০০) = ৮০% পাওয়া যায় এবং ২০% সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং, ১৯৯৫ সালে ঠিকাকার্যটি শেষ হয়ে গেলেও ঠিকাদাতার কাছে ঠিকাকার্যের মূল্যের ২০%, (৩,০০,০০০ ×২০%) = ৬০,০০০ টাকা সংরক্ষিত আছে। এজন্য রক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী মুনাফার ৮০% লাভ লোকসানে হিসাবে স্থানান্তর করে, অবশিষ্ট ২০% মুনাফা সঞ্চিতিতে রাখা হয়েছে।

‘ক’ ঠিকাকার্যের মূল্য	৩,০০,০০০ টাকা
বাদ, সম্পাদিত সম্পূর্ণ কাজের ব্যয়	২,৮০,০০০ টাকা
মুনাফা	২০,০০০ টাকা
লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তর : (২০,০০০ × ৮০%) =	১৬,০০০ টাকা
মুনাফা সঞ্চিতিতে স্থানান্তর : (২০,০০০ × ২০%) =	৪,০০০ টাকা

রহমান বিল্ডার্স

ঠিকাকার্য ‘খ’ হিসাব

ডেবিট ... ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৪		টাকা	১৯৯৪		টাকা
জানু-ডিসে.	টু, কাঁচামাল প্রেরণ	৯৩,৬২০	ডিসে. ৩১	বাই, কাঁচামাল স্টোরে ফেরত	১,২০০
	টু, মজুরি	১,১৩,৫৮০		বাই, ঠিকাকার্য ক হিসাব	
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	১৩,২৭০		- কাঁচামাল স্থানান্তর	৬,০০০
	টু বিশেষ যন্ত্রপাতি প্রেরণ	১,০০,০০০		বাই, যন্ত্রপাতি স্টোরে ফেরত	
	টু, সংস্থাপন ব্যয়	৭,২০০		মূল্য ২০,০০০	
ডিসে. ৩১	টু, সাধারণ যন্ত্রপাতির অবচয়			*বাদ,* অবচয় @ ৩০%	
				(৬ মাসের) ৩,০০০	১৭,০০০
	$(২০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৬}{১২})$	১,০০০			
	টু, বকেয়া মজুরি সি/ডি	১,৫৭৫	ডিসে. ৩১	বাই, কার্যক্ষেত্রে কাঁচামাল সি/ডি	৫,৫৭৫
	টু, বকেয়া প্রত্যক্ষ খরচ সি/ডি	৪৩০		বাই, কার্যক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি সি/ডি[৪]	৫৬,০০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
				- সম্পাদিত ঠিকাকার্যের ব্যয়	২,৪৪,৯০০
		৩,৩০,৬৭৫			৩,৩০,৬৭৫
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	২,৪৪,৯০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
				-অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৩৫,৫০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
				-প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	২,০৯,৪০০
		২,৪৪,৯০০			২,৪৪,৯০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	২,০৯,৪০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
				-প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	৩,০০,০০০
	টু, লাভ লোকসান হিসাব				
	- মুনাফা স্থানান্তরিত হলো[৫]	৫১,৩৪০			
	টু, চলতি কাজ সি/ডি				
	- মুনাফা সঞ্চিতি[৫]	৩৯,২৬০			
		৩,০০,০০০			৩,০০,০০০
১৯৯৫			১৯৯৫		
জানু- ১	টু, কার্যক্ষেত্রে কাঁচামাল বি/ডি	৫,৫৭৫	জানু	বাই, বকেয়া মজুরি বি/ডি	১,৫৭৫
	টু, কার্যক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বি/ডি	৫৬,০০০		বাই, বকেয়া প্রত্যক্ষ খরচ বি/ডি	৪৩০
	টু, চলতি কাজ বি/ডি		ডিসে.৩১	বাই, কাঁচামাল স্টোরে ফেরত	২,০৪৫
	অপ্রত্যয়নকৃত			বাই, যন্ত্রপাতি স্টোরে ফেরত	৩৯,২০০
	কাজের ব্যয় ৩৫,৫০০				
	প্রত্যয়নকৃত			বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
	কাজের মূল্য ৩,০০,০০০			-সম্পাদিত সম্পূর্ণ	
	৩,৩৫,৫০০			ঠিকাকার্যের ব্যয়	৩,৫৬,০০০
	বাদ, মুনাফা সঞ্চিতি ৩৯,২৬০	২,৯৬,২৪০			
জানু-ডিসে.	টু, কাঁচামাল	২৩,২৫০			
	টু, মজুরি	১৭,৬৩৫			
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	৫৫০			
		৩,৯৯,২৫০			৩,৯৯,২৫০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৩,৫৬,০০০		বাই, ঠিকাদাতা হিসাব	
	টু, লাভ-লোকসান হিসাব			- ঠিকাকার্যের মূল্য	৪,০০,০০০
	- মুনাফা স্থানান্তরিত হলো[৬]	৩৭,৪০০			
	টু চলতি কাজ সি/ডি				
	- মুনাফা সঞ্চিতি[৬]	৬,৬০০			
		৪,০০,০০০			৪,০০,০০০

টীকা :

৪.	খ ঠিকাকার্যে যন্ত্রপাতি প্রেরণ	১,০০,০০০ টাকা
	বাদ, স্টোরে যন্ত্রপাতি ফেরত	২০,০০০ টাকা
		৮০,০০০ টাকা
	বাদ, অবচয় @ ৩০%	২৪,০০০ টাকা
	৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে খ ঠিকাকার্যের বিশেষ যন্ত্রপাতি :	৫৬,০০০ টাকা

টীকা :

৫. ১৯৯৪ সালে খ ঠিকাকার্যের সম্পাদনের হার :

= (প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ÷ ঠিকাকার্যের মূল্য) × ১০০

= (৩,০০,০০০ ÷ ৪,০০,০০০) × ১০০ = ৭৫%

সম্ভাব্য মুনাফা = প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য - প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়

= (৩,০০,০০০ ÷ ২,০৯,৪০০০) = ৳ ৯০,৬০০

লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তরিত মুনাফা,

$$= \text{সম্ভাব্য মুনাফা} \times \frac{২}{৩} \times \frac{\text{নগদ প্রাপ্তি}}{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজের}}$$

$$= ৳ (৯০,৬০০ \times \frac{২}{৩} \times \frac{২,৫৫,০০০}{৩,০০,০০০} = ৳ ৫১,৩৪০$$

মুনাফা সঞ্চিতি = ৳ (৯০,৬০০০ - ৫১,৩৪০) = ৳ ৩৯,২৬০

৬. ১৯৯৪ সালে খ ঠিকাকার্যের প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ৩,০০,০০০ টাকা যার থেকে ২,৫৫,০০০ টাকা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ, প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্যের (২,৫৫,০০০ ÷ ৩,০০,০০০) × ১০০ = ৮৫% নগদ পাওয়া গেছে। অতএব, ১৯৫ শেষ হয়ে যাওয়া খ ঠিকাকার্যের মূল্যের ১৫%, (৪,০০,০০০ × ১৫%) = ৬০,০০০ টাকা ঠিকাদাতার কাছে সংরক্ষিত আছে।

খ ঠিকাকার্যের মূল্য	৪,০০,০০০ টাকা
বাদ, সম্পাদিত সম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের ব্যয়	৩,৫৬,০০০ টাকা
মুনাফা	৪৪,০০০ টাকা

লাভ লোকসান হিসাবে স্থানান্তর (৪৪,০০০ × ৮৫%) = ৩৭,৪০০ টাকা

মুনাফা সঞ্চিতিতে স্থানান্তর (৪৪,০০০ × ১৫%) = ৬,৬০০ টাকা

ডেবিট **ঠিকাদাতার হিসাব (ঠিকাকার্য 'ক')** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৪		টাকা	১৯৯৪		টাকা
ডিসে.-৩১	টু, ব্যালেন্স সি/ডি	১,৬৮,০০০	ডিসে.	বাই, নগদান হিসাব	১,৬৮,০০০
		১,৬৮,০০০			১,৬৮,০০০
১৯৯৫			১৯৯৫		
ডিসে.	টু, ঠিকাকার্য ক হিসাব	৩,০০,০০০	জানু. ১	বাই, ব্যালেন্স বি/ডি	১,৬৮,০০০
			ডিসে. ৩১	বাই, নগদান হিসাব	৭২,০০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	৬০,০০০
		৩০,০০,০০০			৩,০০,০০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৬০,০০০			

ডেবিট **ঠিকাদাতার হিসাব (ঠিকাকার্য 'খ')** ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৪		টাকা	১৯৯৪		টাকা
ডিসে.-৩১	টু, ব্যালেন্স সি/ডি	২,৫৫,০০০	ডিসে.	বাই, নগদান হিসাব	২,৫৫,০০০
		২,৫৫,০০০			২,৫৫,০০০
১৯৯৫			১৯৯৫		
ডিসে.	টু, ঠিকাকার্য ক হিসাব	৪,০০,০০০	জানু. ১	বাই, ব্যালেন্স বি/ডি	২,৫৫,০০০
			ডিসে. ৩১	বাই, নগদান হিসাব	৮৫,০০০

				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	৬০,০০০
		৪,০০,০০০			৪,০০,০০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৬০,০০০			

রহমান বিল্ডার্স
উদ্বর্তপত্র (আংশিক)
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ তারিখে প্রস্তুতকৃত

মূলধন ও দায়			পরিমাণ টাকা	সম্পত্তিসমূহ		পরিমাণ টাকা
লাভ লোকসান হিসাব -				যন্ত্রপাতি :		
ঠিকাকার্য ক :				বিশেষ যন্ত্রপাতি (ঠিকাকার্য ক)		
মুনাফা		২৬,১৯২		স্টোরে	১০,০০০	
বাদ, বিনষ্ট কাঁচামালের ক্ষতি		১,৩০০		*বাদ*, অবচয় @ ২০%	২,০০০	৮,০০০
		২৪,৮৯২		কার্যক্ষেত্র	৭০,০০০	
ঠিকাকার্য খ :				*বাদ*, অবচয় @ ২০%	১৪,০০০	৫৬,০০০
মুনাফা		৫১,৩৪০		বিশেষ যন্ত্রপাতি (ঠিকাকার্য খ)		
		৭৬,২৩২		স্টোরে	২০,০০০	
বাদ, অবচয় : স্টোরে যন্ত্রপাতি				*বাদ*, অবচয় @ ৩০%	৬,০০০	১৪,০০০
বিশেষ	৩,৫০০			কার্যক্ষেত্র	৮০,০০০	
সাধারণ	৫০০			*বাদ*, অবচয় @ ৩০%	২৪,০০০	৫৬,০০০
		৪,০০০	৭২,২৩২	সাধারণ যন্ত্রপাতি	২০,০০০	
বকেয়া দায়সমূহ :				*বাদ*, অবচয় @ ১০%	২,০০০	১৮,০০০
মজুরি (১,৪৭০+১,৫৭৫)			৩,০৪৫	কাঁচামাল মজুত		
প্রত্যক্ষ খরচ (৫৮০+৪৩০)			১,০১০	স্টোরে (২৩০০+১২০০)		৩,৫০০
				'ক' ঠিকাকার্য ক্ষেত্রে		৭,৬৬০
				'খ' ঠিকাকার্য ক্ষেত্রে		৫,৫৭৫
				চলতি কাজ :		
				ঠিকাকার্য 'ক'	২,৪২,০৮২	
				বাদ, ঠিকাদাতা থেকে নগদ প্রাপ্তি	১,৬৮,০০০	৭৪,০৮২
				ঠিকাকার্য 'খ'	২,৯৬,২৪০	
				বাদ, ঠিকাদাতা থেকে নগদ প্রাপ্তি	২,৫৫,০০০	৪১,২৪০

রহমান বিল্ডার্স
উদ্বর্তপত্র (আংশিক)
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে প্রস্তুতকৃত

মূলধন ও দায়			পরিমাণ টাকা	সম্পত্তিসমূহ		পরিমাণ টাকা
লাভ লোকসান হিসাব -				যন্ত্রপাতি :		
মুনাফা : ঠিকাকার্য ক		১৬,০০০		বিশেষ যন্ত্রপাতি (ঠিকাকার্য ক)		
ঠিকাকার্য খ		৩৭,৪০০		স্টোরে	৮,০০০	
		৫৩,৪০০		*বাদ*, অবচয় @ ২০%	১,৬০০	৬,৪০০
বাদ, অবচয় :				কার্যক্ষেত্র	৫৬,০০০	
যন্ত্রপাতি				*বাদ*, অবচয় @ ২০%	১১,২০০	৪৪,৮০০
স্টোরে	৫,৮০০			বিশেষ যন্ত্রপাতি (ঠিকাকার্য খ)		
বিশেষ	১,৮০০			স্টোরে	১৪,০০০	
		৭,৬০০	৪৫,৮০০	*বাদ*, অবচয় @ ৩০%	৪,২০০	৯,৮০০
চলতি কাজ :				কার্যক্ষেত্র	৫৬,০০০	
ঠিকাকার্য ক (মুনাফা সঞ্চিতি)			৪,০০০	*বাদ*, অবচয় @ ৩০%	১৬,৮০০	৩৯,২০০
ঠিকাকার্য খ (মুনাফা সঞ্চিতি)			৬,৬০০	সাধারণ যন্ত্রপাতি	১৮,০০০	
				বাদ, অবচয় @ ১০%	১,৮০০	১৬,২০০
				কাঁচামাল মজুত : (৫,২০০+২,০৪৫)		৭,২৪৫
				ঠিকাদাতার হিসাব - ঠিকাকার্য ক		
				(সংরক্ষিত অর্থ)		৬০,০০০

		ঠিকাদাতার হিসাব - ঠিকাকার্য খ (সংরক্ষিত অর্থ)	৬০,০০০

উদাহরণ -৬ :

আজিজ লিঃ ১ জানুয়ারি, ১৯৯৪ তারিখে একটি ঠিকাকার্য শুরু করে। ঠিকাদার কর্তৃক প্রাক্কলন সাপেক্ষে ঠিকাকার্যের মূল্য ২৫,০০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে আজিজ লিঃ ৪% কমে করতে সম্মত হয়। ১৯৯৪ সালের শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ঠিকাকার্যের মূল্যের যে পরিমাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং যে পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়া গেছে সেই অনুপাতে মুনাফা নির্ধারণ করে তা লাভ-লোকসান হিসাবে ক্রেডিট করা হবে। ১৯৯৪ সালের প্রকৃত খরচ সমূহ এবং ১৯৯৫ সনের প্রাক্কলিত (Estimated) খরচ সমূহ নিচে দেওয়া হলো:

	১৯৯৪ (প্রকৃত খরচ)	১৯৯৫ (প্রাক্কলিক খরচ)
কাঁচামাল (Materials)	৳ ৪,০০,০০০	৳ ৬,৫০,০০০
মজুরি (প্রদত্ত)	২,৬০,০০০	৩,২০,০০০
বকেয়া মজুরি	৩০,০০০	-
খরচ সমূহ (Expenses)	১,০৬,০০০	১,৮০,০০০
যন্ত্রপাতি ক্রয়	২,৫০,০০০	-
কার্যক্ষেত্রে মজুত কাঁচামাল	২৫,০০০	-
কার্যক্ষেত্র থেকে যন্ত্রপাতি ফেরত (ক্রয়মূল্য)	৫০,০০০	১,৮০,০০০ (৩০-০৬-৯৫)
প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	১২,০০,০০০	সম্পূর্ণ
অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	১,০০,০০০	-
নগদ প্রাপ্তি	৯,৬০,০০০	সম্পূর্ণ

যন্ত্রপাতির ক্রয় মূল্যের উপর বার্ষিক ২০% হারে অবচয় ধার্য করা হয়। ঠিকাকার্যটি ৩০ জুন ১৯৯৫ তারিখে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৯৪ সালের স্বীকৃত মুনাফা (Recognized Profit) নির্ণয় করুন।

সমাধান :

প্রাক্কলিত মুনাফা (Estimated Profit) নির্ণয় :

	টাকা	টাকা	টাকা
প্রকৃত খরচসমূহ (১৯৯৪ সালে)			
কাঁচামাল	৪,০০,০০০		
বাদ: কার্যক্ষেত্রে মজুত	২৫,০০০	৩,৭৫,০০০	
মজুরি	২,৬০,০০০		
যোগ: বকেয়া মজুরি	৩০,০০০	২,৯০,০০০	
খরচসমূহ		১,০৬,০০০	
যন্ত্রপাতির অবচয় (২,৫০,০০০ × ২০%)		৫০,০০০	৮,২১,০০০
প্রাক্কলিত খরচসমূহ (১৯৯৫ সালে)			
কাঁচামাল: প্রারম্ভিক মজুত	২৫,০০০		
যোগ: নতুন কাঁচামাল	৬,৫০,০০০	৬,৭৫,০০০	
মজুরি :	৩,২০,০০০		
বাদ: গত সালের বকেয়া	৩০,০০০	২,৯০,০০০	
খরচসমূহ		১,৮০,০০০	
যন্ত্রপাতির অবচয় (২,০০,০০০×২০% × $\frac{১}{২}$)		২০,০০০	
যন্ত্রপাতি বিনষ্ট বা হারানো:[১]		১৪,০০০	
			১১,৭৯,০০০
ঠিকাকার্যের মোট ব্যয়			২০,০০,০০০
ঠিকাকার্যের মূল্য: ২৫,০০,০০০ - (৪%×২৫,০০,০০০)			২৪,০০,০০০
প্রাক্কলিত মুনাফা			৪,০০,০০০

টীকা :

১. যন্ত্রপাতি বিনষ্ট বা হারানোর ক্ষতি :

যন্ত্রপাতি ক্রয়	২,৫০,০০০ টাকা
(-) ১৯৯৪ সালে কার্যক্ষেত্র থেকে যন্ত্রপাতি ফেরত	৫০,০০০ টাকা
কার্যক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি (ক্রয় মূল্য)	২,০০,০০০ টাকা
(-) ১৯৯৫ সালে কার্যক্ষেত্র থেকে যন্ত্রপাতি ফেরত (ক্রয়মূল্য)	১,৮০,০০০ টাকা
বিনষ্ট যন্ত্রপাতির মূল্য	২০,০০০ টাকা
ক্রয় মূল্যের উপর ২০% হারে ১ বৎসর ৬ মাসের অবচয়	৬,০০০ টাকা
বিনষ্ট যন্ত্রপাতির ক্ষতি	১৪,০০০ টাকা

১৯৯৪ সালের আদায়যোগ্য মুনাফা (Recognized Profit)

$$= \text{প্রাক্কলিত মুনাফা} \times \frac{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজ}}{\text{ঠিকাকার্যের মূল্য}} \times \frac{\text{নগদ প্রাপ্তি}}{\text{প্রত্যয়নকৃত কাজ}}$$

$$= ৪,০০,০০০ \times \frac{১২,০০,০০০}{২৪,০০,০০০} \times \frac{৯,৬০,০০০}{১২,০০,০০০}$$

= ১,৬০,০০০ টাকা।

কর বিবেচনা (Tax Consideration)

ঠিকাদাতার কাছ থেকে ঠিকাকার্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া যায়, তার উপর নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করতে হয়। সাধারণত ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের প্রত্যয়নকৃত অংশের জন্য প্রদেয় অর্থের উপর প্রয়োজনীয় কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ ঠিকাদাতা ঠিকাদারকে প্রদান করে থাকেন। এভাবে কর কেটে রেখে অবশিষ্ট অর্থ প্রদান করা হলে তাকে উৎসস্থলে কর কর্তন (Tax deducted at sources) বলা হয়। ঠিকাদাতার থেকে নগদ কী পরিমাণ অর্থ পাওয়া গেল, তার সাথে এই কর সমন্বয় করে হিসাবভুক্ত করা হয়। ঠিকাদাতার থেকে নগদ কী অর্থাৎ, ঠিকাদাতার থেকে নগদ যে পরিমাণ টাকা পাওয়া গেছে, তার সাথে কর বাবদ বাদ দেওয়া অংশ যোগ করলে এই দুই-এর সমষ্টিই হবে ঠিকাদাতা থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ। নিচের উদাহরণ থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারবেন। মনে করুন, উৎসস্থলে ৫% হারে কর কর্তন করে ঠিকাদাতার কাছ থেকে নগদ ২,৮৫,০০০ টাকা পাওয়া গেছে। ঠিকাদাতার থেকে কী পরিমাণ টাকা পাওয়া গেছে বলে হিসাবভুক্ত করা হবে ?

এখানে, ঠিকাদাতা কর্তৃক প্রদেয় টাকার ৫% কর বাবদ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট (১০০% - ৫%) = ৯৫% অর্থ নগদ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, ঠিকাদাতা থেকে প্রাপ্য অর্থের ৯৫% = ২,৮৫,০০০ টাকা

∴ ঠিকাদাতা থেকে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ছিল : ২,৮৫,০০০ ÷ ০.৯৫ = ৩,০০,০০০ টাকা

উদাহরণ -৭ :

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে আহাদ কনস্ট্রাকশন লিঃ এর রেওয়ামিল ছিল নিম্নরূপ :

	ডেবিট টাকা	**ক্রেডিট টাকা**
ঠিকাদাতার হিসাব -		১৪,৪০,০০০
পাওনাদার		১,১০,০০০
দালানকোঠা	৫,৫০,০০০	
যন্ত্রপাতি	৪,৪০,০০০	
আসবাবপত্র	৭০,০০০	
হাতে নগদ	১,০০,০০০	
মূলধন হিসাব		৫,০০,০০০
কাঁচামাল	৪,৫০,০০০	
মজুরি	৩,৮০,০০০	

প্রত্যক্ষ খরচ	৬০,০০০	
	২০,৫০,০০০	২০,৫০,০০০

১ জানুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে ঠিকাকার্য নং ৮৬ শুরু হয়। মজুরি বাবদ ২২,০০০ টাকা বকেয়া আছে। ৪,৩০,০০০ টাকার কাঁচামাল কার্যক্ষেত্রে পাঠানো হয়। যার মধ্যে ৫,০০০ টাকার কাঁচামাল স্টোরে ফেরত পাঠানো হয় এবং দুর্ঘটনায় কার্যক্ষেত্রে আরও ৭,৫০০ টাকার পণ্য নষ্ট হয়। ২,০০,০০০ টাকা মূল্যমানের যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ বৎসর ঠিকাকার্যে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ২,৪০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ১ মার্চ ১৯৯৫ থেকে ৩১ জুলাই ১৯৯৫ পর্যন্ত ঠিকাকার্যে ব্যবহার করে স্টোরে ফেরত আনা হয়। ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে ঠিকাকার্যে মজুত কাঁচামালের মূল্য ২৭,০০০ টাকা। প্রত্যক্ষ খরচের ৬০% পরোক্ষ খরচ হিসেবে হিসাবভুক্ত করতে হবে। যন্ত্রপাতির উপর অবচয়ের হার ১০%।

ঠিকাকার্যের মূল্য ২০,০০,০০০ টাকা এবং ঠিকাদাতা প্রত্যয়নকৃত কাজের ৯০% অর্থ প্রদান করেন। উৎসস্থলে কর কর্তনের হার ৫%। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে ঠিকাকার্যের ৮০% কাজ প্রত্যয়ন করা হয়। এছাড়াও ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে অপ্রত্যয়নকৃত কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৫৯,৫০০ টাকা।

আহাদ কনস্ট্রাকশন লিঃ-এর বইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৫ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য ঠিকাকার্য নং ৮৬ হিসাব এবং ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখের উদ্বর্তপত্র প্রস্তুত করুন।

সমাধান :

আহাদ কনস্ট্রাকশন লিঃ

ঠিকাকার্য নং ৮৬ হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৫		টাকা	১৯৯৫		টাকা
জানু.১	টু, কাঁচামাল প্রেরণ	৪,৩০,০০০	ডিসে.-৩১	বাই, কাঁচামাল স্টোরে ফেরত	৫,০০০
	টু, মজুরি প্রদান	৩,৮০,০০০		বাই, লাভ লোকসান হিসাব -	
	টু, বিশেষ যন্ত্রপাতি	২,০০,০০০		- নষ্ট কাঁচামালের ক্ষতি	৭,৫০০
	টু, প্রত্যক্ষ খরচ	৬০,০০০		বাই, কার্যক্ষেত্রে কাঁচামাল সি/ডি	২৭,০০০
	টু, পরোক্ষ খরচ[১]	৩৬,০০০		বাই, কার্যক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি সি/ডি[৩]	১,৮০,০০০
	টু, সাধারণ যন্ত্রপাতির অবচয়[২]	১০,০০০		বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
	টু, বকেয়া মজুরি সি/ডি	২২,০০০		-সম্পাদিত কাজের ব্যয়	৯,১৮,৫০০
		১১,৩৮,০০০			১১,৩৮,০০০
	টু, ব্যালেন্স সি/ডি	৯,১৮,৫০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
				- অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৫৯,৫০০
				বাই, ব্যালেন্স সি/ডি	
				- প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়	৮,৫৯,০০০
		৯,১৮,৫০০			৯,১৮,৫০০
	টু, ব্যালেন্স বি/ডি	৮,৫৯,০০০		বাই, চলতি কাজ সি/ডি	
	টু, লাভ লোকসান হিসাব			- প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	১৬,০০,০০০
	- মুনাফা স্থানান্তরিত হলো[৪]	৪,৪৪,৬০০			
	টু, চলতি কাজ সি/ডি				
	- মুনাফা সঞ্চিতি (ব্যালেন্স)	২,৯৬,৪০০			
১৯৯৬		১৬,০০,০০০	১৯৯৬		১৬,০০,০০০
জানু-১	টু, কার্যক্ষেত্রে কাঁচামাল বি/ডি	২৭,০০০		বাই, বকেয়া মজুরি বি/ডি	২২,০০০
	টু, কার্যক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি বি/ডি	১,৮০,০০০			
	টু, চলতি কাজ বি/ডি				
	অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয় ৫৯,৫০০				
	প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য ১৬,০০,০০০				
	১৬,৫৯,৫০০				
	বাদ, মুনাফা সঞ্চিতি ২,৯৬,৪০০	১৩,৬৩,১০০			

আহাদ কনস্ট্রাকশন লিঃ
ঠিকাদাতার হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ
১৯৯৫		টাকা	১৯৯৫		টাকা
ডিসে.	টু, ব্যালেন্স সি/ডি	১৪,৪০,০০০	ডিসে.	বাই, নগদান হিসাব[৫]	১৩,৬৮,০০০
				বাই, আয়কর - উৎসস্থলে কর কর্তন[৫]	৭২,০০০
		১৪,৪০,০০০			১৪,৪০,০০০
				বাই, ব্যালেন্স বি/ডি	১৪,৪০,০০০

আহাদ কনস্ট্রাকশন লিঃ
উদ্বর্তপত্র
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে প্রস্তুতকৃত

মূলধন ও দায়		পরিমাণ টাকা	সম্পত্তিসমূহ		পরিমাণ টাকা
মূলধন হিসাব		৫,০০,০০০	দালানকোঠা		৫,৫০,০০০
লাভ লোকসান হিসাব -			যন্ত্রপাতি : স্টোরে	২,৪০,০০০	
ঠিকাকার্য থেকে মুনাফা	৪,৪৪,৬০০		*বাদ,* অবচয় @ ১০%	২৪,০০০	২,১৬,০০০
বাদ, নষ্ট কাঁচামালের ক্ষতি	৭,৫০০		কার্যক্ষেত্রে	২,০০,০০০	
	৪,৩৭,১০০		*বাদ,* অবচয় @ ১০%	২০,০০০	১,৮০,০০০
বাদ, স্টোরে যন্ত্রপাতির অবচয়	১৪,০০০[২]	৪,২৩,১০০	আসবাবপত্র		৭০,০০০
বিবিধ পাওনাদার		১,১০,০০০	কাঁচামাল মজুত : স্টোরে	২৫,০০০	
বকেয়া মজুরি		২২,০০০	কার্যক্ষেত্রে	২৭,০০০	৫২,০০০
ঠিকাদাতা হিসাব		১৪,৪০,০০০	চলতি কাজ		১৩,৬৩,১০০
			হাতে নগদ	১,০০,০০০	
			বাদ, পরোক্ষ খরচ	৩৬,০০০	৬৪,০০০
		২৪,৯৫,১০০			২৪,৯৫,১০০

টীকা :

১. পরোক্ষ খরচ = প্রত্যক্ষ খরচের ৬০%

= (৬০,০০০ × ৬০%) = ৩৬,০০০ টাকা

এই পরোক্ষ খরচ যেহেতু রেওয়ামিলে দেওয়া নেই, তাই এই ব্যয় ঠিকাকার্যে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে এবং উদ্বর্তপত্রে হাতে নগদ থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে।

২. ২,৪০,০০০ টাকার সাধারণ যন্ত্রপাতির উপর ১০% হারে ১ বৎসরের অবচয়,

= (২,৪০,০০০ × ১০%) ২৪,০০০ টাকা।

ঠিকাকার্যে ১ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ৫ মাসের ব্যবহারের জন্য অবচয় হবে, (২৪,০০০ × $\frac{৫}{১২}$) = ১০,০০০ টাকা অবশিষ্ট (২৪,০০০ - ১০,০০০) = ১৪,০০০ টাকা অবচয় লাভ লোকসান হিসাবে যাবে। এখানে, উদ্বর্তপত্রে মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে।

৩.

১ জানুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে কার্যক্ষেত্রে বিশেষ যন্ত্রপাতি	২,০০,০০০ টাকা
বাদ, অবচয় @ ১০%	২০,০০০ টাকা
৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে কার্যক্ষেত্রে বিশেষ যন্ত্রপাতি	১,৮০,০০০ টাকা

৪.

প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য	১৬,০০,০০০ টাকা
বাদ, প্রত্যায়নকৃত কাজের ব্যয়	৮,৫৯,০০০ টাকা
	৭,৪১,০০০ টাকা

৫.

ঠিকাদাতার হিসাবের জের	১৪,৪০,০০০ টাকা
বাদ, কর @ ৫% (১৪,৪০,০০০ × ৫%)	৭২,০০০ টাকা
∴ ঠিকাদাতার থেকে নগদ প্রাপ্তি	১৩,৬৮,০০০ টাকা

- **উত্তরমালাা**

পাঠ- ১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ঘ, ২. গ, ৩. খ, ৪. ঘ, ৫. খ, ৬. গ, ৭. খ, ৮. গ, ৯. ঘ, ১০. ঘ, ১১. গ, ১২. খ, ১৩. গ

পাঠ-২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ঘ, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. গ, ৬. ঘ, ৭. খ, ৮. খ, ৯. ঘ।

পাঠ-৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খ, ২. ক, ৩. গ, ৪. ক, ৫. খ, ৬. খ, ৭. খ, ৮. খ, ৯. খ, ১০. গ।

ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, শব্দাংশ, ধারণা এবং পরিভাষা

Acquire	:	অধিগ্রহণ (এক্ষেত্রে ভূমি)
Additional Chief Engineer	:	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
Allocation of Overhead	:	উপরিব্যয় বন্টন
Architect's Engineer's Certificate	:	স্থপতি বা প্রকৌশলীর প্রত্যয়নপত্র
Bidders	:	ঠিকাদার ফার্মসমূহ
Bidding Cost	:	বিডিং ব্যয়
Chief Engineer	:	প্রধান প্রকৌশলী
Completed Contract Profit Determination	:	সম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয়
Conservatism Principle	:	রক্ষণশীলতা নীতি
Contract	:	চুক্তি
Contract Account	:	ঠিকাকার্য হিসাব
Contract Costing	:	ঠিকাকার্য-ব্যয় নির্ধারণ
Contract Price	:	ঠিকাকার্যের মূল্য
Contract Profit Determination	:	ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয়
Contractee	:	ঠিকাদাতা
Contractor	:	ঠিকাদার
Cost Allocation	:	ব্যয় বন্টন
Cost De-escalation Clause	:	ব্যয় হ্রাস ধারা
Cost Escalation Clause	:	ব্যয় বৃদ্ধি ধারা
Cost Estimate	:	ব্যয় প্রাক্কলন
Cost of Work Certified	:	প্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়
Cost of Work done	:	সম্পাদিত কাজের ব্যয়
Cost of Work Uncertified	:	অপ্রত্যয়নকৃত কাজের ব্যয়
Cost Plus Contracts	:	ব্যয় যোগ ঠিকাকার্য
Cost Unit	:	ব্যয় একক
Defective Work	:	ত্রুটিপূর্ণ কাজ
Depreciated Value or Written Down Value	:	অবচিতি মূল্য
Designing	:	নকশা প্রণয়ন
Detail Estimated or Budgeted Cost	:	বিস্তারিত প্রাক্কলিত ব্যয়
Earnest Money	:	জামানত বা বায়নার অর্থ
Executive Engineer	:	নির্বাহী প্রকৌশলী
Extra Work	:	অতিরিক্ত কাজ
Fixed Price Contracts	:	নির্ধারিত মূল্যের ঠিকাকার্য
General Plant	:	সাধারণ যন্ত্রপাতি
General Terms	:	সাধারণ শর্ত
Hired Plant	:	ভাড়াকৃত যন্ত্রপাতি
Incomplete Contract	:	অসম্পূর্ণ চুক্তি
Individuality	:	স্বাতন্ত্র
Infra-structural Development	:	অব কাঠামো উন্নয়ন
Issue of Work Order	:	কার্যাদেশ প্রদান
Labour Supply Contracts	:	শ্রম সরবরাহ ঠিকাকার্য
Letter of Acceptance	:	অনুমোদন পত্র

ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, শব্দাংশ, ধারণা এবং পরিভাষা

Local Tender	:	স্থানীয় দরপত্র
Measurement Book (MB)	:	পরিমাপ বই
Miscellaneous Expenses	:	বিবিধ খরচ
Notional Profit	:	সম্ভাব্য মুনাফা
Numbers of Work	:	কাজের সংখ্যা বা পরিমাণ
Open Tender or Non-rate Quoting	:	খোলা দরপত্র
Payment Terms	:	অর্থ প্রদান সংক্রান্ত শর্ত
Plant	:	যন্ত্রপাতি
Press Tender	:	প্রেস দরপত্র
Profit Determination of Incomplete Contract	:	অসম্পূর্ণ ঠিকাকার্যের মুনাফা নির্ণয়
Proper Authority	:	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ
Provision for Work in Process	:	চলতি কাজের সঞ্চিতি
Public Works Department	:	গণপূর্ত বিভাগ
Rate Schedule	:	দর তালিকা
Refundable	:	ফেরতযোগ্য
Retention Money	:	সংরক্ষিত অর্থ
Security Money	:	নিরাপত্তা অর্থ
Site for Work	:	কাজ সম্পাদনের স্থান
Soil Test	:	ভূমি পরীক্ষা
Special Plant	:	বিশেষ যন্ত্রপাতি
Sport Quotation	:	স্পট কোটেশন
Sub Contract	:	উপ-ঠিকাকার্য
Superintendent Engineer	:	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
Supervision Cost	:	তত্ত্বাবধান খরচ
Technical Terms	:	কারিগরী শর্ত
Tender Committee	:	টেন্ডার কমিটি
Tender Notice	:	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
Tender Schedule	:	দরপত্র তালিকা
Total Estimated Profit	:	মোট প্রাক্কলিত মুনাফা
User	:	ব্যবহারকারী
Value of Work Certified	:	প্রত্যয়নকৃত কাজের মূল্য
Work-in-progress	:	চলতি কার্য